লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ১০০ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

নবপর্যায় ৮৫ বর্ষ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৫ আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ৩ রবি: আউ:, ১৪৪৪ হিজরি | ৩০ তাবুক ১৪০১ হি. শা. | ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ ঈসাব্দ

কৃষি মেলা ২০২২-এর কিছু আলোক চিত্র

সম্পাদকীয়

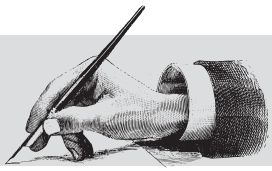

ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতেই ইসলামের বিজয়

একদা খলীফা রজব উদ্দীন সাহেব প্রশ্ন করেন যে, হুযূর! অনেকে ওফাতে মসীহ্‌র দলিল কী– তা জানতে চায়? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। দুই ধরনের আয়াত আছে যদ্বারা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। কতক আয়াত সার্বজনীন এবং কতক আয়াত বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। এমন আয়াত যেখানে সমস্ত নবীর মৃত্যুর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর মাঝে হযরত ঈসা (আ.)ও অন্তর্ভুক্ত। যেমন– **ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূনুল কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল** *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)*। **খালাত** শব্দটি পবিত্র কুরআনে প্রবাদগুলোর মাঝে আদৌ কোনো এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা হয় নি যে জীবিত বরং সর্বদা মৃত ব্যক্তিদের জন্যই এই শব্দটি প্রযোজ্য। আর সকল সাহাবী রেযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনও একই অর্থ গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) যখন ওফাত লাভ করলেন তখন হযরত উমর (রা.) ভালবাসার অতিশয্যে এবং প্রেমাবেগে হাতে তরবারি ধারণ করেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে অলি-গলিতে ঘুরছিলেন আর বলছিলেন, যে বলবে মুহাম্মদ (সা.) মারা গেছেন, আমি তার শিরশ্ছেদ করব। হযরত আবু বকর (রা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্র মসজিদে আসেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন যেখানে সর্বপ্রথম এই আয়াতটি-ই পাঠ করেছিলেন যে, **ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসুল, আফাইম মাতা আও কুতিলানকালাবতুম আলা আকাবিকুম** *(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)* অর্থাৎ মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল, তাঁর পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছেন। অতএব তিনিও যদি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে?

এই আয়াত শুনে সাহাবীরা কেঁদে ফেলেন এবং মনে করলেন, এই আয়াত বুঝি আজই অবতীর্ণ হয়েছে আর হযরত উমর (রা.) যিনি এতটা আবেগে ছিলেন এবং তরবারি নিয়ে ঘুরছিলেন এবং তিনি ভাবছিলেন যে, মহানবী (সা.) এখনও মৃত্যুবরণ করেন নি, তিনিও এই বক্তৃতার পর তরবারি ফেলে দেন এবং পরবর্তীতে কেউ কখনও একথা আর বলেন নি।

এখন প্রশ্ন হল, সাহাবীদের মাঝে কোনো একজনও যদি এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, হযরত ঈসা (আ.) জীবিত স্বশরীরে আকাশে আছেন তাহলে কেন তিনি সেই মুহূর্তে আপত্তি করেন নি আর কেন বলেন নি যে, এই ছোট জাতির রসূল জীবিত আর আমাদের রসূল (সা.) যাকে খোদা তা'লা সমস্ত জগতের জন্য প্রেরণ করেছেন তিনি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারলেন না? অতএব সাহাবীদের নীরব থাকা এবং কোনো ধরনের আপত্তি উত্থাপন না করা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলিল বহন করে যে, সকল সাহাবী হযরত ঈসা (আ.)-কে অন্যান্য নবীদের ন্যায় মৃত বলে বিশ্বাস করতেন আর কোনো একজনেরও এই বিশ্বাস ছিল না যে, তিনি আকাশে জীবিত স্বশরীরে খোদা তা'লার ডান পাশে বসে আছেন। অতএব এটি ছিল ইসলামের প্রথম ইজমা।

দ্বিতীয়ত, অন্য যেসব আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আর তা স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখনিঃসৃত কথা যা কেয়ামতের দিন তিনি আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে উপস্থাপন করবেন **ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফাইতানি কুনতা আন্‌তার রাকীবা আলাইহিম ওয়া আন্‌তা আলা কুল্লি শাইয়্যিন শাহীদ** *(সূরা আল মায়েদা: ১৪৫)* [অর্থাৎ এরপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক ছিলে এবং তুমি সকল বিষয়ের সাক্ষী।]

আল্লাহ্ তা'লা প্রশ্ন করে বলবেন, হে ঈসা! তুমি কি এই জাতিকে এমন পথভ্রষ্টতার শিক্ষা দিয়েছিলে যে, তোমাকে এবং তোমার মা'কে যেন তারা প্রভু বানিয়ে নেয় এবং মহা প্রতাপশালী এক খোদার ইবাদত যেন পরিত্যাগ করে? তখন হযরত ঈসা (আ.) লজ্জিত হয়ে খ্রিস্টান জাতির পথভ্রষ্টতার বিষয়ে নিজের দায়মুক্তির বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করবেন যে, হে খোদা! তাদের অবস্থা সম্বন্ধে আমি ততদিন অবগত ছিলাম যতদিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম। আর আমি ততদিন পর্যন্ত তাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলাম যে, তোমরা সেই খোদার ইবাদত কর যিনি তোমাদের ও আমার এক অদ্বিতীয় খোদা। এরপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, এরপর তুমিই তাদের বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক ছিলে এবং তুমিই ভাল জানো, আমার কিছু জানা নেই।

অতএব এরা প্রথমত স্বীকার করুক যে, সত্যিই খ্রিস্টান জাতি এখনও পথভ্রষ্ট হয় নি আর ঈশ্বরপুত্র ও ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি যে বিশ্বাস তারা পোষণ করে এটাই তৌহিদ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ আর হযরত ঈসা (আ.)-এর দেয়া শিক্ষা এমনই ছিল।

নতুবা দ্বিতীয়ত, এরা একথা স্বীকার করুক যে, প্রকৃতপক্ষে ঈসা (আ.) যিনি বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন এবং বনী ইসরাঈলী ভেড়াদের জন্য যাকে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে ঐশী নির্দেশে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং আগামীতে কখনও তিনি আর আগমন করবেন না বরং আগমনকারী উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্য থেকেই হবেন যিনি তাঁর গুণাবলীসংবলিত এবং যুগের সামঞ্জস্যের কারণে মসীহ্ বলে সম্বোধিত হবেন।

উল্লেখ্য, প্রথম বিষয়টি খোদা, খোদার রসূল, পবিত্র কুরআন এবং কুরআনের শিক্ষার একেবারেই পরিপন্থী আর এমনটি বিশ্বাস করার সাথে সাথে ইসলামের সকল ভিত্তি ভেঙে পড়ে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়টি খোদা তা'লার অভিপ্রায়ের সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার সত্যিকার মূলনীতি আর এর মাঝেই ইসলামের বিজয়, সফলতা, সত্যতা এবং সম্মানের বহিঃপ্রকাশ। এখন বিষয়টি তাদের বিবেচনাধীন– উভয় পথের মাঝে তারা যে পথ চায় সে পথ গ্রহণ করতে পারে।" *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৭)*

সূচিপত্র

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২

পবিত্র কুরআন ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

২৭ মে, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** ৬
বিষয়: *খেলাফত দিবস*

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা ২০২২-এর সমাপনী অধিবেশন ১৫

মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা ২০২২-এর সমাপনী অধিবেশন ২২

তাহরীকে জাদীদ-এর ৫০০০ সৈন্য ২৭
মূল: আওয়াব সাদ হায়াত

সংবাদ ৩১
* ভাতগাঁও জামা'তে 'তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা' তথা 'ঐশী বিকাশ' পুস্তক ও তাহরীক জাদীদের গুরুত্ব বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত
* আমীন অনুষ্ঠান

শোক বার্তা ৩২

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদ **ফতেহ্ আযীম (মহান বিজয়)**
যায়োন শহর (Zion City), আমেরিকা।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২, ঐতিহাসিক যায়োন (Zion) শহরে প্রথম মসজিদ উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)।

যায়োন (Zion) শহরটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে জন আলেকজান্ডার ডুই প্রতিষ্ঠা করেন। একদা তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি বিষোদ্‌গার করেন এবং সকল মুসলমানের ধ্বংস ও নির্মূল হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মি. ডুই-কে ধর্মীয় বিদ্বেষের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, তাঁর নিজের চেয়ে প্রায় ১২ বছর কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এবং সেই সময়ে ক্ষমতার তুঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ডুই ইসলামের বিজয়ের সপক্ষে একটি নিদর্শন হিসেবে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করবে। ১৯০৭ সালের ৯ই মার্চ জন আলেকজান্ডার ডুই-এর মৃত্যুতে ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়।

কুরআন শরীফ

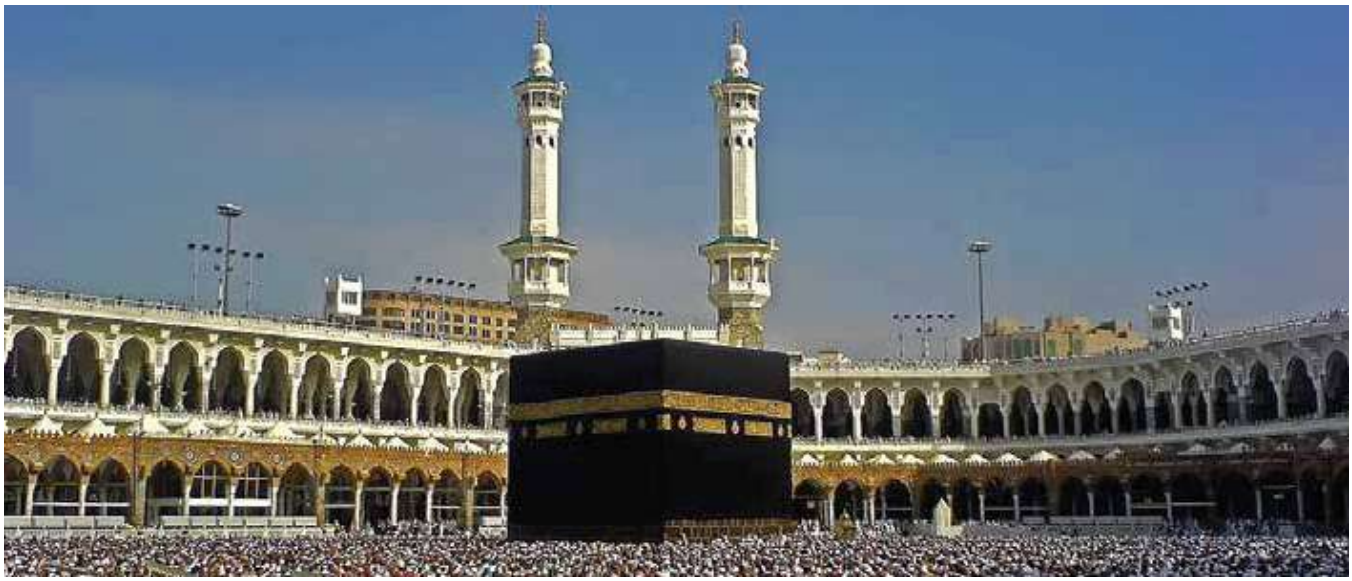

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝٦ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝٧
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٨ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٩ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝١٠

(সূরা আদ দাহর: ৬-১০)

অনুবাদ: নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা এমন পেয়ালা থেকে পান করবে যাতে (কর্পূর মিশ্রিত থাকবে)। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণকারী এবং সেই দিন সম্বন্ধে ভয় করে যেদিন ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে। আল্লাহ্‌র ভালবাসায় এরা অভাবী, এতিম ও বন্দিদের খাবার খাওয়ায়, তারা বলে, নিশ্চয় কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দিয়েছি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে এর কোনো প্রতিদান এবং প্রশংসা চাই না।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা কতক বান্দাকে বলবেন, তুমি অনেক সৌভাগ্যবান এবং আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট কেননা আমি যখন ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি তখন আমাকে খাবার খাইয়েছ। আমি যখন বস্ত্রহীন ছিলাম, তুমি তখন আমাকে কাপড় দিয়েছ। আমি যখন পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি তখন আমাকে পানি পান করিয়েছ। আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, তুমি তখন আমার সেবাশুশ্রূষা করেছ। তারা বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসব বিষয় থেকে পবিত্র। তুমি কবে এমন (অসহায়) অবস্থায় ছিলে যে, আমরা এমনটি করেছি? আল্লাহ্ তখন বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এমন অবস্থায় ছিল, তোমরা তাদের খোঁজখবর নিয়েছ। আর বিষয়টি এমনই ছিল যেন তোমরা তা আমার সাথেই করেছ। অতঃপর আরেকটি দল উপস্থিত হবে। তাদেরকে আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা আমার সাথে মন্দ আচরণ করেছ। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাবার দাও নি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পানি দাও নি। আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে কাপড় দাও নি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা কর নি। তারা তখন বলবে, হে আল্লাহ্! তুমি তো এসব বিষয় থেকে পবিত্র। তুমি কবে এমন অবস্থায় ছিলে যে, আমরা তোমার সাথে এমনটি করেছি? তখন তিনি বলবেন, আমার অমুক অমুক বান্দা এমন অবস্থায় ছিল অথচ তোমরা তাদের প্রতি কোনো সহমর্মিতা ও সদাচারণ কর নি যা মূলত আমার সাথেই অসদাচরণের নামান্তর।

অতএব মানবজাতির প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া এবং তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা অনেক বড় ইবাদত। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। *(মালফুযাত, অষ্টম খণ্ড, পৃ: ১০২)*

হাদীস শরীফ

وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له"

(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং: ২৯৯৯)

আবু ইয়াহ্ইয়া সুহাইব ইবনে সিনান (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, "মু'মিনের প্রতিটি বিষয়ই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটি মু'মিন ব্যতীত অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। অতএব সে সুখের সময় আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে এটি তার জন্য মঙ্গলময় হয় আর দুঃখের সময় সে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে এটিও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে না, তাদেরকেও অবশেষে ধৈর্য ধারণ করতে হয় কিন্তু সেটি তাদের পুণ্য ও প্রতিদানের কারণ হয় না। কোনো আত্মীয় মারা গেলে মহিলারা বিলাপ করে। অনেক অবোধ পুরুষ মাথায় ছাই ঢালতে থাকে। অল্পদিন পরেই সবাই ধৈর্য ধারণ করে এবং পূর্বের সবকিছু ভুলে যায়। একদা এক মহিলার সন্তান মারা যায় আর সে সন্তানের কবরে দাঁড়িয়ে বিলাপ করতে থাকে। মহানবী (সা.) সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।' সেই অভাগা মহিলা বলে, 'তুমি পথ মাপ, আমার মত বিপদে তুমি তো পড় নি।' সেই অভাগা মহিলার জানা ছিল না, মহানবী (সা.) এগারো সন্তানের বিয়োগ বেদনা সহ্য করেছেন। একসময় সেই মহিলা যখন জানতে পারে যে, তাকে উপদেশ প্রদানকারী ছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.) তখন সে তাঁর (সা.) গৃহে আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এখন ধৈর্য ধারণ করেছি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'দুঃখে নিপতিত হওয়ার সাথে সাথে ধৈর্য ধারণ করাই প্রকৃত ধৈর্য ধারণ।' অতএব সময় অতিক্রান্ত হলে একসময় ধৈর্য ধারণ করতেই হয়। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে প্রথমেই ধৈর্য ধারণ করা প্রকৃত ধৈর্য ধারণ। আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ধারণকারীদের অশেষ পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই অশেষ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি কেবল ধৈর্য ধারণকারীদের জন্যই বরাদ্দ। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ: ৮৯)*

অমৃতবাণী

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

“এ কথাটি গুরুত্বের সাথে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'লার দুটি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে। প্রথমত, তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। [সত্তার দিক থেকেও নয়, গুণাবলীর দিক থেকেও নয় আর ইবাদতের ক্ষেত্রেও নয়]। আর দ্বিতীয়ত, সকল মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন কর। এহসান বা অনুগ্রহ বলতে কেবল নিজ ভাই ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেই অনুগ্রহের আচরণ করা বুঝায় না বরং অনুগ্রহ বলতে যা বুঝায় তা হল, যে-ই হোক, যেকোনো আদম সন্তান হোক বা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে যে-ই হোক, তার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করতে হবে। মোটকথা সে হিন্দু নাকি খ্রিস্টান তা ভেবো না। তোমাদের বিচারের ভার আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আইন নিজ হাতে তুলে নেয়া আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয়। নম্রতা ও বিনয় যত বেশি অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'লা ততই তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। তোমরা তোমাদের শত্রুদের (বিচারের ভার) তাঁর হাতে ছেড়ে দাও। কেয়ামত সন্নিকট। শত্রু তোমাদেরকে যেসব দুঃখকষ্ট দেয় তাতে তোমাদের বিচলিত হওয়া উচিত নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনও তোমাদের আরও অনেক দুঃখষ্ট সহ্য করতে হবে কেননা ভদ্রতার গণ্ডি থেকে যারা বেরিয়ে যায়, তাদের মুখ সেভাবে চলে, যেভাবে বাঁধ ভেঙ্গে গেলে পানির ঢল সবেগে প্রবাহিত হয়। অতএব ধার্মিক ব্যক্তির মুখসামলে কথা বলা উচিত।” *(মালফুযাত, নবম খণ্ড, পৃ: ১৬৪-১৬৫)*

দরিদ্ররা ধর্মের অনেক বড় অংশ অধিকার করে রেখেছে আর অপরপক্ষে অনেক এমন বিষয় আছে যেখানে সম্পদশালীরা বঞ্চিত থাকে। প্রথমত তারা বিভিন্ন ধরনের পঙ্কিলতা ও অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, এর বিপরীতে তাকওয়া ও বিনয় দরিদ্রের ভাগ্যে থাকে। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দুর্ভাগা মনে করা উচিত নয় বরং তারা সৌভাগ্যবান এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপার অনেক বড় অংশ তারা লাভ করে। “স্মরণ রেখ! অধিকার দুধরনের। একটি হল– আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার, অপরটি বান্দাকে প্রদেয় অধিকার। আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার প্রদানে ধনী লোকদের সমস্যা হয় কারণ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমন, নামাযের সময় একজন দরিদ্র ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে হয়তো তার খারাপ লাগে, তাদেরকে নিজের কাছে বসাতে পারে না আর এভাবে আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদান থেকে ধনীরা বঞ্চিত হয়। কেননা মসজিদ মূলত ‘বাইতুল মাসাকীন’ অর্থাৎ, দীনহীনদের ঘর। এখানে যাওয়াকে তারা নিজেদের সম্মানের পরিপন্থী মনে করে। আর একইভাবে এরা বান্দার অধিকার প্রদানে বিশেষ বিশেষ সেবা বা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে না। অন্যদিকে দরিদ্র লোক সব ধরনের খেদমতের জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা পা-ও টিপতে পারে, পানিও আনতে পারে, কাপড়ও ধুতে পারে, এমনকি মল পরিষ্কারের সুযোগ পেলেও এমন কাজ করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু ধনীরা এমন কাজে সংকোচ বোধ করে। আর এভাবে তারা এথেকেও বঞ্চিত থাকে। মোটকথা প্রাচুর্যও অনেক ক্ষেত্রে পুণ্যার্জনে বাধা সৃষ্টি করে”। *(মলফুযাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৬৮)*

২৭ মে, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:
খেলাফত দিবস

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ ২৭ মে, আজকের এই দিনটি আহমদীয়া জামা'তে খেলাফত দিবস হিসেবে সুপরিচিত। আমরা প্রতিবছর এদিন অথবা এর দু' এক দিন পূর্বে কিংবা পরে খেলাফত দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি। কিন্তু কেন করি– এই প্রশ্নের উত্তর সদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং আমাদের সন্তানদেরও এ বিষয়ে অভিনিবেশ করার এবং চিন্তাভাবনা করার জন্য বলা উচিত। এ দিনের সূচনা হয়েছিল ১৯০৮ সালের ২৭ মে, যখন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের প্রতি করুণাবশত আহমদীয়া জামা'তের মাঝে খেলাফত ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে তাঁর জামা'তের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা এদিন (তথা ২৭শে মে) পূর্ণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক দিন থেকেই নিজ জামা'তকে এ বিষয়ে প্রস্তুত করছিলেন যে, কোনো মানুষই মৃত্যুর ঊর্ধ্বে নয়। নবী-রসূলরাও যখন নিজেদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তুলে নেন। তিনি (আ.) নিজ জামা'তকে বার বার এ মর্মে প্রস্তুত করছিলেন যে, তাঁর প্রত্যাবর্তনের (তথা মৃত্যুর) সময় সন্নিকট কিন্তু এর পাশাপাশি এই সুসংবাদও প্রদান করছিলেন যে, তাঁর (আ.) প্রতিষ্ঠিত জামা'ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে এবং বিস্তার লাভ করবে আর তাঁকে

প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় (অবশ্যই) জামা'তের উন্নতি হবে এবং এই উন্নতিকে কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। মহানবী (সা.)ও এক উক্তিতে তাঁর যুগ থেকে আরম্ভ করে আখারীনদের যুগ পর্যন্ত তথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত খেলাফত ব্যবস্থাপার চিত্র অংকন করেছেন। যেমন, (এ বিষয়ে) মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের বৈঠকে বলেন,

"তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতদিন তা আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। (অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর সত্তা সাহাবীদের মাঝে থাকবে)। এরপর তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ, সেই খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হবে যারা পূর্ণরূপে নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।) এরপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করবেন সেই নেয়ামতকেও তুলে নিবেন।

কিছুকাল যাবৎ আমি বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় খোলাফায়ে রাশেদীনেরও স্মৃতিচারণ করছি। বর্তমানে হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে। সকল খলীফার স্মৃতিচারণে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, সবাই একেবারে নিঃস্বার্থভাবে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর আমল করে এবং পবিত্র কুরআনকে নিজেদের কর্ম-বিধান নির্ধারণ করে তাঁদের খেলাফতকাল অতিবাহিত করেছেন। মোটকথা, প্রতিটি পদক্ষেপে নবুয়্যতের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। যাহোক, মহানবী (সা.) নিজের উক্তি অব্যাহত রেখে আরও বলেন, এরপর আল্লাহ্‌র তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। ফলে মানুষ হতাশ হবে এবং মর্মযাতনায় ভুগবে। এই যুগ শেষ হওয়ার পর তাঁর অপর তকদীর বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরচেয়েও ভয়াবহ স্বৈরাচারী সাম্রাজ্য কায়েম হবে।

ইতিহাস এটিও দেখেছে বরং আজ পর্যন্ত ধর্ম থেকে বিচ্যুত মুসলমান শাসকরা নিজ প্রজাদের সাথে এসব আচরণই করছে, তা রাজনৈতিক সরকার হোক বা রাজতন্ত্র হোক, এক দল হোক বা অপর দল, যার হাতেই শাসন ক্ষমতা আসে, তার ওপর জাগতিকতাই প্রাধান্য বিস্তার করে। যাহোক, মহানবী (সা.) বলেছেন, এ সবকিছু উম্মতের সাথে সংঘটিত হওয়ার পর মহান আল্লাহ্‌র করুণা উদ্বেলিত হবে এবং (তিনি) এই অত্যাচার ও নিপীড়নের যুগের অবসান ঘটাবেন। পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা বলে তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান।

মহানবী (সা.) অত্যাচার-নিপীড়নের যুগ সমাপ্ত করার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা তাদের জন্য ছিল যারা খাতামুল খোলাফা (তথা) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর (হাতে) বয়আত করবেন এবং (যারা) তাঁর শিক্ষানুযায়ী আমল করবেন। আল্লাহ্ তা'লা সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, (কিন্তু) মানুষ যদি এই ব্যবস্থাপনার অধীনে না এসে নিজেদের একগুঁয়েমি বজায় রাখে তাহলে এর সেই ফলাফলই প্রকাশ পায় এবং পেয়েছে যা বর্তমানে মুসলমানরা অবলোকন করছে। আল্লাহ্ তা'লা এসব লোকদের বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যাতে তারা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে চিনতে সক্ষম হয়। এমনটি যেন না হয় যে, তারা অস্বীকার করে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়নের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে। যাহোক, এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, শেষ যুগে তোমাদের মাঝে নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলে মহানবী (সা.)-এর নীরব হয়ে যাওয়া একথার বহিঃপ্রকাশ যে, এই (খেলাফত) ব্যবস্থা তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘকাল চলমান থাকবে। কিছু লোক কিছু বিষয় না বুঝার কারণে একথা বলে যে, এই নীরবতার অর্থ হল, এই ব্যবস্থাপনাও অর্থাৎ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পর যে খেলাফত ব্যবস্থা (প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) তাও অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এরা সবাই ভ্রান্তিতে নিপতিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এই ব্যবস্থাপনা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা (অবশ্যই) পূর্ণ হবে। পৃথিবী ও আকাশ (নিজ জায়গা থেকে) বিচ্যুত হতে পারে কিন্তু ঐশী প্রতিশ্রুতিসমূহের পূর্ণতাকে কেউ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না। যাহোক, এই নেযাম অর্থাৎ খেলাফত ব্যবস্থা এমন ব্যবস্থাপনা যা চলমান থাকা অবধারিত–এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ সম্পর্কে জামা'তকে সম্বোধন করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

"অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে মহান আল্লাহ্‌র বিধান হচ্ছে, খোদা তা'লা স্বীয় শক্তিমত্তার দু'টি বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন যাতে বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখাতে পারেন। কাজেই খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করবেন এখন এটা সম্ভব নয়। তাই আমি তোমাদের সামনে যে কথা প্রকাশ করেছি সেজন্য দুঃখভারাক্রান্ত হয়ো না (অর্থাৎ, তাঁর মৃত্যুসংবাদের কথা বলছে), আর তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কেননা তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক আর এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা সেটি চিরস্থায়ী; যার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আমি না যাওয়া পর্যন্ত সেই দ্বিতীয় কুদরত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাব তখন খোদা সেই দ্বিতীয় কুদরতকে তোমাদের জন্য প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেমনটি বারাহীনে আহমদীয়া (গ্রন্থে) খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।"

অতএব তাঁর এই বাক্যাবলী যে, এটি খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি, আর সেই দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ, খেলাফত তোমাদের মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে,

আহমদীয়া খেলাফতের সুরক্ষাকারী এমন ব্যক্তিবর্গ সর্বদা সামনে আসতে থাকবেন। অতএব আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান যারা আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকবে আর নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর উপদেশ দিতে থাকবে। আর দুর্ভাগা হচ্ছে তারা, যারা আহমদীয়া খেলাফতকে কোনো (একটি) যুগ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে চায় অথবা এমন চিন্তাভাবনা রাখে। চিরাচরিত রীতি অনুসারে এমন মানুষরা বিফলতা ও ব্যর্থতাই অবলোকন করবে। যেমনটি জামা'তের ইতিহাস আমাদেরকে বলে, যারা বিরুদ্ধবাদী ছিল তারা প্রথম খলীফা বা দ্বিতীয় খলীফার নির্বাচনের সময় ব্যর্থতা দেখেছে। যাহোক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খেলাফত চলমান থাকা সম্পর্কে আরও বলেন,

সেই প্রতিশ্রুতি (অর্থাৎ, খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতিশ্রুতি) তোমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আমার নিজের সম্বন্ধে নয়। যেমনটি খোদা তা'লা বলেছেন,

مَیں اِس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔

[অর্থাৎ, 'তোমার অনুসারী এই জামা'তকে আমি কেয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিব'] অতএব তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদ দিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সেই যুগ আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুতির যুগ। আমাদের সেই খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এর সবই তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেখাবেন। যদিও এটি পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদ আপতিত হবার যুগ, তথাপি খোদা যেসব বিষয় পূর্ণ হবার আগাম সংবাদ দিয়েছেন সেগুলো পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ জগত প্রতিষ্ঠিত থাকা অবধারিত (তাঁর সঙ্গে আল্লাহ্ তা'লার এখনও অনেক প্রতিশ্রুতি বাকী আছে, যা পূর্ণ হতে যাচ্ছে।) তিনি (আ.) বলেন, আমি খোদার পক্ষ হতে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি আর আমি খোদার এক মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি আসবেন যাঁরা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।"

অতএব আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং উন্নতি সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেসব বিষয় পূর্ণ হওয়ার কথা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন তা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই পূর্ণ হবে আর সেসব প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। ইসলামের বিজয়ের দিন জামা'ত প্রত্যক্ষ করবে, ইনশাআল্লাহ্। জামা'তের উন্নতির দিনও জামা'ত (সচক্ষে) দেখবে, ইনশাআল্লাহ্। যারা খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। আহমদীয়া জামা'ত পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে আর একথাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন। অতএব তিনি (আ.) তাঁর জামা'তের বিজয় সম্পর্কে বলেন,

"এটি খোদা তা'লার সুন্নত (বা রীতি) আর যখন থেকে তিনি পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকে সকল যুগে তিনি এ রীতি প্রকাশ করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী ও রসূলদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করেন। যেমনটি তিনি বলেন, كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي {অর্থাৎ, খোদা তা'লা লিখে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর নবীগণ বিজয়ী হবেন (সূরা মুজাদিলা: ২২)।} 'গালাবা' শব্দের অর্থ হল, খোদার 'হুজ্জত' বা অটল বাণী পৃথিবীতে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, কোনো শক্তিই যেন এর মোকাবিলা করতে সক্ষম না হয়; যেমনটি কি-না রসূল ও নবীগণের আকাঙ্ক্ষা থাকে। একইভাবে খোদা তা'লা প্রবল নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে তাঁদের (নবীদের) সত্যতা প্রকাশ করেন এবং তাঁরা পৃথিবীতে যে পুণ্য প্রসার করতে চান, (খোদা তা'লা) এর বীজ তাঁদের হাতেই বপন করান; কিন্তু তাঁদের হাতে এর পূর্ণতা দান করেন না বরং নিজ শক্তিমত্তার অপর এক বিকাশ ঘটিয়ে থাকেন এবং এমনসব উপকরণ সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে সেসব উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে যার কিছুটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছিল।"

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে এসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, খোদার যেসব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সবই পূর্ণতা লাভ করবে। আর এসবই তাঁর (তিরোধানের) পর চলমান খেলাফত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে উন্নতি দান করবেন এবং দিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং মানুষকে পথপ্রদর্শন করছেন। খেলাফতের সাথে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেন এবং করছেন, অন্যথায় এটি মানুষের জন্য সাধ্যাতীত। যুগ-খলীফার সাথে জামা'তের সদস্যদের এমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার; এটি মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ তা'লা কেবল পুরনো আহমদীদেরকেই খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন তা নয় বরং যারা পরবর্তীতে (এ জামা'তে) যোগ দিচ্ছেন, আর একেবারেই নবাগত যাদের পুরোপুরি তরবীয়তও হয় নি, তাদের হৃদয়কেও খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করছেন। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লারই কাজ। বয়আতের পর মানুষ সেই একই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি প্রদর্শন করে এবং সেই একই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য তাঁর কারণে আহমদীয়া খেলাফতের প্রতি প্রদর্শন করে আর করছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে যেভাবে লোকেরা বয়আত গ্রহণ করে তা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন না হয়ে থাকলে আর কী ছিল? প্রত্যেক জামা'তেই যেমনটি থেকে থাকে, গুটিকতক মুনাফিক প্রকৃতির লোক ছাড়া খেলাফতের প্রতি নিবেদিত ও অনুরক্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; আর যারা মুনাফিক ছিল তাদেরকে তিনি (রা.) কঠোরহস্তে দমন করেন ও তাদেরকে তাদের জায়গায় রেখেছেন, (এমনকি) তাদের মাথা তোলারও সাহস হয় নি। এরপর দ্বিতীয় খেলাফতের নির্বাচনের সময় এসব বিরোধীর হট্টোগোল সত্ত্বেও, যারা প্রথম খেলাফতের যুগে কপটতার

আশ্রয় নিয়ে জামা'তের ভেতর রয়ে গিয়েছিল, তারা বিরোধিতা করে। কিন্তু তাদের প্ররোচনা, হট্টগোল এবং নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও জামা'ত 'হযরত মিয়াঁ সাহেব, হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ সাহেব' ধ্বনি উচ্চকিত করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর হাতে বয়আত গ্রহণ করে। আর এরপর জগৎ দেখেছে- কত দ্রুত জামা'ত উন্নতি করতে থেকেছে। পৃথিবী জুড়ে মিশন হাউজ প্রতিষ্ঠিত হয়, মসজিদ নির্মিত হয়, বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেই কাজ যা করার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছিলেন তা অগ্রসর হতে থাকে। এরপর তৃতীয় খেলাফতের সময় তৎকালীন সরকারের ভয়ংকর হামলা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে ব্যাপক উন্নতি দান করেন। জামা'তের হাতে যে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল সে নিজেই করুণ অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। এরপর চতুর্থ খেলাফতের যুগে উন্নতির এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়; আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য আমরা দেখেছি। ইসলাম প্রচারের নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। যুগ-খলীফার হাত কাটার যারা দুরভিসন্ধি রাখতো তাদের নিজেদেরই হাত কাটা পড়ে এবং আকাশে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু জামা'তের অগ্রযাত্রা শিথিল হয় নি। তবলীগের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়; MTA-এর সূচনা হয় যার মাধ্যমে প্রত্যেক বাড়িতে জামা'তের বাণী পৌঁছতে আরম্ভ করে। এটি (হল) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া, এবং যদি কেউ বুঝতে চায় তাহলে এটি-ই সেই বিষয়। যদি এটি আল্লাহ্ তা'লার কৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতা না হয়ে থাকে তবে আর কী ছিল?

এরপর পঞ্চম খেলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্যাবলী প্রদর্শন করেছেন। MTA-তেই ইসলামের বাণী প্রচার এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হয়। একটির জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় MTA-এর সাত-আটটি চ্যানেল চালু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অনুবাদ হওয়া শুরু হয়। পৃথিবীর সকল প্রান্ত পর্যন্ত MTA পৌঁছে গেছে যেখানে পূর্বে পৌঁছতো না আর স্থানীয় ভাষায় সেসব মানুষের কাছে, সেসব দেশ ও অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামের বাণী পৌঁছে যেতে থাকে যার ফলে লক্ষ লক্ষ সৌভাগ্যমান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা MTA ও রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানাদি ছাড়াও স্বয়ং মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন এবং মানুষজনকে স্বপ্নের মাধ্যমে ও বিভিন্ন বই-পুস্তকের মাধ্যমে আহমদীয়াতের বাণী গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করেন। আমরা যদি আহমদীয়াতের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করি তাহলে বুঝা যায় যে, কোনো কোনো মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও আশ্চর্যজনকভাবে তাঁকে মান্য করার ব্যাপারে পথনির্দেশনা দান করতেন। এই ধারা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের যুগেও অব্যাহত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং পথপ্রদর্শন করতে থাকেন আর সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা জামা'তভুক্ত হতে থাকেন। এরপর দ্বিতীয় খেলাফতের যুগেও এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। পুরনো (আহমদী) পরিবারে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের স্মৃতিচারণ হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্যেষ্ঠদের সত্য গ্রহণ করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এরপর তৃতীয় খেলাফতের যুগেও এই ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়, চতুর্থ খেলাফতের যুগেও পুণ্য-স্বভাবীরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আহমদীয়াত গ্রহণের বিষয়ে পথনির্দেশনা লাভ করেছেন। এসবই ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির ফসল। এভাবে প্রত্যেক খেলাফতের যুগে জামা'ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। পঞ্চম খেলাফতের যুগেও আল্লাহ্ তা'লার একই ব্যবহার (চলমান); আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের নিত্যনতুন পথও উন্মোচন করেন এবং মানুষের হৃদয়কেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী, যা ইসলামের সত্যিকার বাণী– তা শ্রবণ ও গ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করে যাচ্ছেন। এমন সব ঘটনা ঘটে যা সম্পূর্ণরূপে ঐশী সাহায্যের পরিচায়ক হয়ে থাকে নতুবা কখনও নিছক মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টায় মানুষ (এই বার্তা) এভাবে গ্রহণ করতো না। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের হৃদয়কে ইসলাম ও আহমদীয়াতের পানে ঘুরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন আর তাদের সামনে কীভাবে আহমদীয়া খেলাফতের সত্যতা সুস্পষ্ট হয়েছে এবং খেলাফতের জন্য মানুষের হৃদয়ে কীভাবে ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন আমি এ সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করছি ।

আফ্রিকার দূর-দূরান্তের একটি দেশ হল, গিনি-বিসাও। আব্দুল্লাহ্ সাহেব নামে এক বন্ধু যিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন; তিনি বর্ণনা করেন, কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, শুভ্র দাড়িবিশিষ্ট ও পাগড়ি পরিহিত এক ব্যক্তি জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং পিনপতন নীরবতার সাথে মানুষ এই বক্তৃতা শুনছে। সেই ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের ধরন নিতান্তই সাধারণ এবং আমাদের লোকদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তার ঘুম ভাঙলে, তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারেন নি; এরপর তিনি তা ভুলে যান। কয়েক দিন পর তিনি পুনরায় অনুরূপ স্বপ্ন দেখেন এবং এর ফলে তার মাথায় সেই চেহারাটি গেঁথে যায়। অতঃপর তৃতীয় বার তিনি স্বপ্ন দেখেন। (স্বপ্নে দেখা) সেই ব্যক্তি কে তা তিনি জানার চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু জানতে ব্যর্থ হন। ঘটনাচক্রে একদিন তিনি গ্রামের নিকটস্থ ফারিন শহরে অবস্থিত আমাদের মসজিদে যান, সেদিন ছিল শুক্রবার। জামা'তের সদস্যরা MTA-তে আমার জুমুআর খুতবা শুনছিল। তিনি বলেন, আমাকে দেখে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মোয়াল্লেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, খুতবা প্রদানকারী এই ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, ইনি আমাদের খলীফা। যাহোক,

তিনি নীরবে বসে বসে খুতবা শুনতে থাকেন এবং খুতবার পর সকল সদস্যের সাথে নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি ত্বড়িৎ দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আজ ইসলাম গ্রহণ করছি এবং বলেন, খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে তিনবার এই ব্যক্তিকে দেখিয়েছেন, আমার হৃদয়ে যার গভীর প্রভাব ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি তাঁর সন্ধানে ছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ আপনাদের মসজিদে এসে আপনাদের খলীফাকে দেখতে পাই। একেবারে সেই চেহারা যা আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং স্বপ্নে আমি যে দৃশ্য দেখেছিলাম হুবহু একই দৃশ্য– অর্থাৎ মানুষ নীরবে বসে বক্তৃতা শুনছিল স্বপ্নে। কাজেই আমি ইসলাম আহমদীয়াতে প্রবেশ করছি।

একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক ব্যক্তিকে এভাবে পথপ্রদর্শন (করেন) যে, প্রথমে (তিনি) স্বপ্নে দেখেন, এরপর আল্লাহ্ তা'লা হুবহু স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্য বাস্তবে দেখারও ব্যবস্থা করে দেন। কেউ কেউ বলে, আমাদের সাথে এমন ঘটনা কেন ঘটে না? মূলতঃ এটি তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা; আল্লাহ্ তা'লা যাকে চান পথ দেখান কিন্তু এর জন্য পুণ্য স্বভাবের অধিকারী হওয়া আবশ্যক আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হওয়াও আবশ্যক। অবশ্যই সেই ব্যক্তির কোনো পুণ্য ছিল যেকারণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এভাবে পথপ্রদর্শন করেছেন।

এরপর গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, সেখানে সিস্টার ফাটু সাহেবা নামে প্রায় ষাট বছর বয়সী এক ভদ্রমহিলা আছেন। তিনি বলেন; আমাদের অঞ্চলে একটি ইসলামী দলের সদস্যরা আসে এবং (আহমদীয়া) জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে আরম্ভ করে যে, আহমদীরা কাফের; তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। তাদের সাথে কোনো প্রকার লেনদেন করা উচিত নয়। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে কিন্তু এই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাই। আর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে পথনির্দেশনা লাভের জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখেন, যারা এই গ্রাম পরিদর্শনে এসেছিল সেই ইসলামী দলের লোকদের চোখগুলো যদিও তারার মত উজ্জ্বল আর তাদের হাতে পবিত্র কুরআনও রয়েছে কিন্তু তারা অভিযোগ করছে যে, তারা পবিত্র কুরআনের লেখা বা অক্ষরগুলো দেখতে পারছে না। তখন তারা চিৎকার করতে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছেন আর এভাবে তারা আয়–উপার্জনও করতে পারছে না এবং লাঞ্ছিত-অপদস্ত ও ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে এটিও দেখি, এই দলের সদস্যরা আহমদীয়া জামা'তের খলীফার সাথে করমর্দন করতে চায় কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারে নি। তারা এই স্বীকারোক্তি দিচ্ছে যে, নিঃসন্দেহে আহমদীয়াত সত্য কিন্তু আমরা যদি গ্রহণ করি তাহলে আমাদের মুরিদরা আমাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। যাহোক, সকালে এই ভদ্রমহিলা তার পরিবারের লোকদেরকে এ স্বপ্ন শোনান। মানুষ বলে থাকে, আফ্রিকানদের মাঝে বোধবুদ্ধি কম; কিন্তু তিনি তার (স্বপ্নের) এ ব্যাখ্যা করেন যে, উজ্জ্বল চোখ থাকার পরও পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো পড়তে পারছে না, এর অর্থ হল; তারা সত্য থেকে পুরোপুরি ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। অতএব কোনো কোনো মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলীও রয়েছে যা থেকে প্রতিভাত হয়, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনই মানুষকে এমন সব দৃশ্য দেখাচ্ছে।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ হল, গুয়েতেমালা। আমাদের মসজিদ থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে মেক্সিকো সীমান্তে একটি জায়গার নাম সান মারকোসে। সেখানকার এক মহিলা ইউরোনিকা সাহেবা বলেন, ১০ বছর পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তি এসে বলেন, সত্যের পথ (হল) ইসলাম, (এরপর) পবিত্র কুরআন পড়তে বলেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কুরআন পড়তে পারি না। কিন্তু সেই ব্যক্তি বলেন, তুমি পড়তে পার। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি তার স্বামী ও পিতার কাছে এই স্বপ্নের উল্লেখ করেন। তখন তারা বলে, ইসলাম কোনো সত্যের পথ নয় বরং এটি তো সন্ত্রাসের ধর্ম; তারা সবাই খ্রিস্টান ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, আমি আশ্বস্ত হতে পারি নি। আমি ইসলাম সম্পর্কে ইন্টারনেটে গবেষণা করতে আরম্ভ করি আর নিজেই ইন্টারনেট থেকে ইসলাম সম্পর্কে শিখছিলাম। একদিন বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন এসময় একজন বোরকাধারী মহিলাকে দেখতে পান। যাহোক, তার পর্দা দেখে আগ্রহ জাগে। তিনি বলেন, তার সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করি এবং তাকে জিজ্ঞেস করি, এটি আপনার কেমন পোষাক? তিনি বলেন, আমি মুসলমান তাই আমি পর্দা করেছি। এভাবেই তার সাথে একটি সম্পর্ক গড়ে উঠে আর তিনি (তাকে) ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। সেই (বোরকা পরিহিতা) মহিলা আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তার কথা ও ইসলামী শিক্ষার কথা জানার পর বয়আত করি, কিন্তু বাড়ির লোকেরা সম্মতি দিচ্ছিল না আর কোনো না কোনো আপত্তি উত্থাপন করতো। তিনি বলেন, সেগুলোর উত্তর আমি দিতে পারতাম না। ফলে তিনি সেই মহিলাকে বলেন, আত্মীয়স্বজনকে আমি একত্র করব আপনি আমাদের বাড়িতে এসে তাদের আপত্তির উত্তর দিন। অতএব আমাদের অনেকগুলো তবলীগী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কেবল বয়আতই করেন নি বরং তবলীগ করতেও আরম্ভ করেন এবং বার্তা প্রচার করতে থাকেন। বন্ধুবান্ধবকে একত্র করেন আর তাদের জন্য আপ্যায়নেরও ব্যবস্থা করেন। তার এক পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্রের শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী– সেও বয়আত করে। তার এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যে, তিনি নিজে নিজেই ইন্টারনেট এর সহায়তায় পবিত্র কুরআন পড়া শিখেছেন। অনেকগুলো সূরা মুখস্থ করেছেন আর আরবী তো লিখতে পারতেন

না তাই তিনি অডিও শুনে শুনে নিজের রোমান ভাষায় পুরো কুরআন শরীফ লিখেছেন। আমীর সাহেব বলেন, আমি পরিদর্শনে গিয়ে তার নোটবুক দেখেছি। পুরো কুরআন শরীফ তিনি স্বহস্তে লিখেছেন আর এখন আরবী শিখছেন এবং আরবীতেও লিখছেন। সদাত্মাদের আল্লাহ্ তা'লা এভাবে শুধু জামা'তভুক্তই করছেন না বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও তিনি পূর্ণ করছেন।

আরেকটি দূরবর্তী অঞ্চলের দেশ হল, ইন্দোনেশিয়া। সেখানে একজন যুবককে তবলীগ করা হলে সে তৎক্ষণাৎ বয়আত করে নেয়। সেই জামা'তের প্রেসিডেন্ট নূর সাহেব বলেন, ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমি তাকে কিছু বইপুস্তক প্রদান করি এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি সম্বলিত লিফলেটও দেই। সেই যুবক বাড়ি পৌঁছার পর তার পিতা একটি লিফলেট বা প্রচারপত্র দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটি কার ছবি? যুবক উত্তরে বলে, এটি ইমাম মাহদীর ছবি। গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, ইমাম মাহদী আগমন করেছেন। আহমদীয়া জামা'তের সাথে পূর্ব থেকেই কিছুটা পরিচিতি ছিল, তাই আমি দ্রুত বয়আত করে নিয়েছি। একথা শুনে তার পিতা বলেন, তাহলে আমিও বয়আত করতে চাই। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে (জামা'তের) অন্তর্ভুক্ত করছেন।

বুরকিনা ফাঁসোর মোয়াল্লেম আযিলা করীম সাহেব বলেন, হামীদ সাহেব আমাদের অঞ্চলের একজন বাসিন্দা। তিনি নিয়মিত রেডিও শুনতেন আর জামা'তের প্রতি সহানুভূতিও প্রদর্শন করতেন। কখনও কখনও এসে চাঁদাও দিতেন বলতে হবে নিয়মিতই দিতেন। চাঁদায়ে আম নয় বরং তাহরীকে জাদীদ কিংবা ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে থাকবেন হয়ত। অথবা অন্য কোন খাতে কিংবা সদকা দিয়ে থাকবেন। মোটকথা চাঁদা দিতেন, আর্থিক কুরবানী করতেন কিন্তু বয়আত করতে বললে কোনো না কোনোভাবে পাশ কাটিয়ে যেতেন। (হুযূর বলেন,) আমি যখন ঘানায় ছিলাম তখন দেখেছি, সেখানকার অনেক অআহমদী কৃষক এসে তাদের যাকাত দিয়ে যেত। (তারা বলত) আমাদের মৌলভীদের দিলে তো তারা নিজেরাই খেয়ে ফেলবে, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তকে দিলে তারা এর সঠিক ব্যবহার করবে। যাহোক, এভাবে মানুষ সেখানে (চাঁদা) দিয়ে থাকে। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, ইজতেমা হচ্ছে আর তাতে দেখেন, কিছু লোক চারদেয়ালের ভেতরে আছে এবং কিছু লোক বাহিরে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, আমি দেখতে পাই সেই বেষ্টনীর ভেতর যারা রয়েছে তারা সবাই আহমদী। এটি দেখে আমি বলি, আমিও তাদের সাথে আছি, আমাকেও ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হোক। তখন আওয়াজ আসে, এই চারদেয়ালের ভেতর কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারে যারা বয়আত করেছে, কিন্তু আপনি যেহেতু বয়আত করেন নি তাই আপনি এতে প্রবেশ করতে পারবেন না। অতএব এই স্বপ্ন দেখার পরবর্তী দিনই তিনি এসে বয়আত করে নেন। মানবীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা তো তাকে জামা'তভুক্ত করতে পারে নি, কিন্তু তিনি যেহেতু সৎপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিনষ্ট করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করতে চান নি। তাই তাকে এভাবে পথ প্রদর্শন করেছেন। এটি হল সেসব লোকের আপত্তির উত্তর যারা বলে, আমরা তো স্বপ্ন দেখি না। প্রথমে পবিত্র প্রকৃতির অধিকারী হোন, (সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে) মস্তিষ্ককে মুক্ত করুন এবং দোয়া করুন তাহলেই দেখবেন, আল্লাহ্ তা'লা পথ প্রদর্শন করবেন।

মালী'র এক বন্ধু মুহাম্মদ কোঁনে সাহেব, তিনি জামা'তের রেডিও শোনেন এবং জামা'তের বিরুদ্ধে মানুষ যে সমস্ত কথা বলে তা-ও শোনেন। এরপর তিনি দোয়া করতে আরম্ভ করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সঠিক পথ দেখান। তিনি বলেন, এরপর আমি স্বপ্নে এক বুযূর্গ ব্যক্তিকে দেখতে পাই যিনি বলছিলেন, সকল বান্দাই আহমদীয়াতের ছায়াতলে আসবে, তা এখন আসুক বা পরে। এটি হল আল্লাহ্ নির্ধারিত নিয়তি বা অদৃষ্ট এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আর যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আহমদীয়া খেলাফতের বহমান নেয়ামতের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশন পূর্ণ হবে। যাহোক, এর ফলে তিনি বয়আত করে নেন।

এরপর গিনি বিসাও-এর মোবাল্লেগ লিখেন, আমাদের নবদীক্ষিত আহমদী উসমান সাহেব জানতে পারেন, তার আত্মীয়স্বজনরা ব্যাপকহারে আহমদীয়াত গ্রহণ করছে। তখন তিনি কিছু মৌলভীকে একত্র করে জামা'তের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে সেই এলাকায় নিয়ে আসেন। আমাদের মোয়াল্লেম সাহেব তাকে বলেন, আপনি বিরোধিতা করতে পারেন, আপনাকে বাধা দেয়া হচ্ছে না, কিন্তু আমাদের কথা একবার শুনে নিন, কথাটা অন্তত শুনে নিন, এরপর যে বিরোধিতা করতে চান করুন, দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে করুন। মৌলভী সাহেবরা জামা'তের বাণী শোনার জন্য আসতে অস্বীকৃতি জানায়, কিন্তু উসমান সাহেব উক্ত দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং জামা'তের বাণী শোনার জন্য চলে আসেন। তাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয়ে বলা হয়। তিনি যেদিন এসেছিলেন সেদিন জুমুআর দিন ছিল আর সেখানে MTA-তে আমার খুতবা চলছিল। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি; আপনার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে কিছুক্ষণ খুতবা শুনে নিন। তিনি বলেন, কিছুটা সময় আছে, ঠিক আছে আমি কিছুক্ষণ খুতবা শুনে নিচ্ছি। কিন্তু তিনি যখন খুতবা শুনতে আরম্ভ করেন তখন তিনি কতটুকু সময় লেগেছে তা

ভুলে যান আর সম্পূর্ণ খুতবা শোনেন। পরবর্তীতে তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'ত কাফের হতে পারে না যেমনটি আমি শুনেছিলাম, কেননা আপনাদের খলীফা তো মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জীবনী বর্ণনা করছেন আর কোনো কাফের জামা'ত একাজ করতে পারে না। এরপর তিনি জামা'তের বিরোধিতা পরিত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পর তিনি স্বপরিবারে জামা'তভুক্ত হয়ে যান। কেবল জামা'তভুক্তই হন নি বরং এখন তবলীগও করেন আর নিজের চাঁদাও নিয়মিত প্রদান করেন। অতএব এটিও খুতবার প্রভাব যা যুগ-খলীফার খুতবায় আল্লাহ্ তা'লা নিহিত রেখেছেন।

কঙ্গো কিনশাসার স্থানীয় মিশনারী বলেন, একটি এলাকায় তবলীগী কার্যক্রম আরম্ভ করি। তখন অআহমদীরা সংঘবদ্ধভাবে বিরোধিতা শুরু করে দেয়। তিনমাস পর সেই বিরোধিতাকারীদের মধ্য থেকেই একজন বন্ধু উসমান সাহেব আমাদের মিশন হাউজে যোগাযোগ করে বলেন, আমি আমার পুরো পরিবারসহ জামা'তভুক্ত হতে চাই। তার কাছে যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি বলেন, একদিন আমার স্ত্রী স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখছিল তখন আপনাদের চ্যানেল MTA চলে আসে আর সে যেহেতু জানতো যে, আমি আহমদীয়াতের বিরোধিতায় অগ্রগামী ছিলাম তাই সে আমাকেও ডেকে নেয়। আমি যখন জামা'তের বিষয়ে কিছু মন্দ কথা বলতে যাই তখন আমার স্ত্রী বলে, প্রথমে পুরো অনুষ্ঠান শোন এরপর বল। তখনও MTA-তে আমার খুতবা সম্প্রচারিত হচ্ছিল। তিনি বলেন, খুতবা শোনার পর আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, আজ যে বাণী আমার কানে প্রবেশ করেছে এটাই ইসলামের প্রকৃত চিত্র এবং খলীফার কথা শোনার পর জামা'তের সত্যতার বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ নেই।

(হুযূর বলেছেন), এখন এটি আমার নিজের কোনো কৃতিত্ব নয়; বরং আল্লাহ্ তা'লা খেলাফতের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণতা দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, (সে ধারাবাহিকতায়) এগুলো হল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ এবং এর বহিঃপ্রকাশ।

গিনি বিসাও-এর মোবাল্লেগ ইনচার্জ বলেন, একটি গ্রামে তবলীগ করার ফলে অধিকাংশ সদস্য আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়, কিন্তু চারটি পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। আমাদের টিম যখন MTA সংস্থাপন করতে সেখানে যায় তখন মোয়াল্লেম সাহেব সেই অস্বীকারকারী পরিবারগুলোকেও মসজিদে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, এটি আমাদের মুসলিম চ্যানেল। এটি দেখুন, এতে আপনারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং যুগ-খলীফা উভয়ের ছবিও দেখতে পাবেন। যাহোক, তিনি বলেন, যখন MTA লাগানোর কাজ সম্পন্ন হয় আর নামায পড়ার পর পুনরায় যখন টিভি চালু করা হয় তখন MTA-তে আমার খুতবা চলছিল। যারা অআহমদী ছিল তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে এবং আমাকে দেখতে থাকে। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছিল তাই মোয়াল্লেম সাহেব বলেন, আপনাদের জন্য আমি অনুবাদ করে দিচ্ছি। তখন তিনি বলেন, আমি বুঝতে না পারলেও খোদার কসম করে বলতে পারি এই ব্যক্তি, যিনি কথা বলছেন; তিনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি যদি আহমদীয়া জামা'তের খলীফা হয়ে থাকেন তাহলে এ জামা'ত কখনও মিথ্যা হতে পারে না। আর তৎক্ষণাৎ তিনি আহমদীয়াত গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন।

মালি থেকে সেখানকার মোয়াল্লেম সাহেব লেখেন, এক ব্যক্তি আমাদের মিশনে এসে বলেন, আমি নিয়মিত আপনাদের রেডিও শুনে থাকি আর এখন বয়আত করতে চাই। তিনি বয়আত ফরম পূরণ করেন। তিনি যেহেতু শিক্ষিত মানুষ ছিলেন তাই বলেন ফ্রেঞ্চ ভাষায় যদি কোনো বইপুস্তক থাকে তাহলে আমাকে প্রদান করুন যেন আমি তা থেকে উপকৃত হতে পারি আর আমার বন্ধুদের মাঝেও বিতরণ করতে পারি। মোয়াল্লেম সাহেব বিশ্বশান্তি সম্পর্কে আমার বিভিন্ন বক্তৃতা সম্বলিত পুস্তক 'ওয়ার্ল্ড ক্রাইসিস এন্ড পাথওয়ে টু পিস' বইটির ফ্রেঞ্চ অনুবাদ তাকে প্রদান করেন। তিনি সেখানেই পুস্তকটি খুলেন। (আমার) ছবি দেখেই তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, পূর্বে আমি দাউন -এ থাকতাম আর খোদার কাছে সর্বদা সঠিক পথের সন্ধান চাইতাম। সেসময় আমি অসংখ্যবার স্বপ্নে খলীফাতুল মসীহ্-কে দেখেছি। তখন আমি জানতাম না যে, এই ব্যক্তি কে? আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আমার দোয়া গৃহীত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন।

একজন আরব বোন হলেন নাসমা সাহেবা। তিনি বলেন, বয়আতের দু'বছর পূর্বে যখন আমি প্রথমবার হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখি। এর পূর্বে তিনি উল্লেখ করেন, আপনি (অর্থাৎ হুযূর) একটি শিশুর কথা উল্লেখ করেছিলেন যে-কিনা আঁকাবাকা লাইন টেনে রেখেছিল এবং লিখেছিল যে, হুযূর! আমি আপনাকে ভালবাসি। তিনি বলেন, শিশুরা মিথ্যা বলে না এবং আমার হৃদয়ে এর গভীর প্রভাব পড়েছিল। তিনিও পরবর্তীতে বয়আত করেন। যাহোক, তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ছবি দেখে তাঁকে সম্বোধন করে বলি, আপনার অবয়ব তো বলছে যে, আপনি পুণ্যবান মানুষ এবং মিথ্যা বলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আপনার এই কথার সত্যায়ন করতে পারছি না যে, আপনি খোদা তা'লা কর্তৃক প্রেরিত। তিনি বলেন, এরপর দু'বছর পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে পড়াশোনা করি এবং ২০১৬ সালের প্রথমদিকে বয়আত নেই, কিন্তু তারপরও খেলাফতের ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। আমার ভেতরকার শয়তান বলত, খেলাফতের দাবিকারক-কে আমি কেন আমার জীবনের নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেব? কেনইবা আমি এমন ব্যক্তিকে চিঠি লিখব এবং

নিজের অবস্থা তার কাছে বর্ণনা করব আর খেলাফতের উপকারিতাইবা কী? তিনি বলেন, কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বই 'খেলাফতে রাশেদা' এবং 'নেযামে খেলাফত ও এর আনুগত্য' বিষয়ক বইগুলি অধ্যয়নে আমার উক্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়। আর সমস্ত বিষয়াদি আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর আমি হুযূরের কাছে চিঠি লিখি এবং আপনার যে উত্তর আসে তাতে সেই সংশয় সম্পূর্ণরূপে নিরসন হয় এবং দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, খেলাফতও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যবস্থাপনা।

তিনি আরও লেখেন, খোদা তা'লা স্বয়ং যে ভালবাসা মানুষের হৃদয়ে সঞ্চালিত করেন তা অত্যন্ত গভীরভাবে সঞ্চালিত করেন আর আমরা এর কারণ বুঝতে পারি না। অতঃপর বলেন, এ কারণেই অধিকাংশ আহমদীর বিশেষত হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এবং সাধারণভাবে তাঁর খলীফাগণের প্রতি শিশুসুলভ ভালবাসা রয়েছে। বয়আতের পূর্বে এ ধরনের ভালবাসার কোন ধারণাই আমাদের ছিল না।

নাইজেরিয়া থেকে সার্কিট মিশনারী বলেন, একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন চলাকালীন লোকজন এ নিয়ে বিতর্ক আরম্ভ করে যে, সন্তানদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকার পরিবর্তে তাদের পারিবারিক নামে ডাকা উচিত যা তাদের পিতৃপুরুষ থেকে চলে আসছে। তখন তাদেরকে বলা হয়, কুরআনের শিক্ষা হল, সন্তানদেরকে তাদের নিজ পিতার নামে ডাকো। এতে কিছু মানুষ, বিশেষভাবে অআহমদী ও নবাগত বন্ধুরা পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে নি। তিনি বলেন, কিন্তু দুদিন পর আপনি যখন সাহাবীগণের জীবনী সম্পর্কে জুমু'আর খুতবা প্রদান করছিলেন তখন হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) সম্পর্কিত ঘটনাবলী বর্ণনা করেন এবং এটি বলেছিলেন যে, আরবরা যায়েদকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলা আরম্ভ করেছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ আসে যে, তাকে যেন তার পিতার নামে স্মরণ করা হয়। এই খুতবা শুনে পুরো জামা'ত এবং দুদিন পূর্বে যারা উক্ত বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল সে সকল সদস্যরাও অত্যন্ত আনন্দিত হয় যে, এখন যুগ-খলীফা আমাদের সঠিক পথপ্রদর্শন করেছেন। যদিও কতক লোকের এই ধারণা হয়েছিল যে, সম্ভবত এই কয়েকদিনে বা দুই দিনে মোবাল্লেগ সাহেব সেখানে অর্থাৎ, যুগ-খলীফার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়েছেন, তাই তিনি একথার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি তো কিছুই বলি নি। তখন তারা বলে, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের প্রশ্নের উত্তরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন; আর এই খুশিতে জামা'তের একজন ধনী ব্যক্তি MTA দেখার জন্য আরও একটি বড় T. V. ক্রয় করেন, যেন তা মসজিদের সেই অংশে লাগানো হয় যেখানে লাজনা ও মহিলার বসে আছেন, যেন তারাও খেলাফতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না থাকেন। এরপর তিনি বলেন, খেলাফত তো হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। এখন এই দূরদূরান্তের অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি ও বংশের যে আহমদীরা আছেন, খেলাফতের সাথে (তাদের) এই সম্পর্ক কে সৃষ্টি করছে? নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নয়, নতুবা মানুষের চিন্তা-ভাবনা এটিকে আয়ত্ত করতে পারে না।

এরপর নরওয়ের একজন মহিলা বেরিফান সাহেবা বলেন, সকল প্রকৃত আহমদী বলে থাকে যে, আমাদের প্রিয় হুযূর আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় বাস করেন এবং আমরা তাঁর জন্য দোয়া করি। এই পৃথিবীতে আমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট নেই কেবলমাত্র তাঁকে খুশি করা ও তাঁর বোঝা হালকা করার উপায় সম্পর্কে চিন্তা করা ব্যতীত। তিনি বিভিন্ন খুতবায় বর্ণনা করেছেন, সাহাবীগণ নিজেদের দেহ তিরবিদ্ধ করে মহানবী (সা.)-এর সুরক্ষা করেছেন এবং আক্রমণসমূহের বিপরীতে অবিচল ছিলেন; এই দৃশ্য কল্পনা করে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আমি চিন্তা করি, আমি যদি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতাম তাহলে কী করতাম? (আমি) কি অবিচল থাকতে সমর্থ হতাম? আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উক্ত সাহাবীগণের ন্যায় যুগ-খলীফা ও খেলাফতের সুরক্ষা নিজেদের প্রাণ, সম্পদ এবং সন্তানসন্ততিকে উৎসর্গ করে হলেও করার তৌফিক দান করুন। কয়েক বছর যাবৎ আমি নামাযে এই দোয়া করে আসছি যে, আপনার যত দুঃখ-কষ্ট ও দায়িত্বাবলী রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা যেন সেগুলোর সমপরিমাণ ফেরিশতা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেন যারা আপনাকে তাদের নিরাপত্তা বলয়ে আবৃত রাখবে।

অতএব এ হল সেই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক যা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি করছেন এবং ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লা এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় অগ্রগামী মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তকে দান করতে থাকবেন, আহমদীয়া খেলাফতকে দান করতে থাকবেন। জগৎপূজারিরা এটি কখনও অনুধাবন করতে পারবে না।

জার্মানীতে একজন আরব বয়আত করেন। তখন তার একজন পরিচিত তাকে বলে, তুমি কেন কাদিয়ানী হয়ে গেছ? সেই নতুন আহমদী উত্তর দেন, তোমরা এখানে শত সংখ্যায় আরব রয়েছ। তিনি নিজে আরব ছিলেন। তোমরা একশজন কোনো একটি বিষয়েও একমত হতে পার না। আহমদীয়া জামা'তের একজন ইমাম আছেন এবং তাঁর কথায় জামা'তের সদস্যরা উঠাবসা করে আর এজন্য তাদের কাজে বরকত রয়েছে। এখন বল তোমাদের মাঝে এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে যার ফলে আমি তোমাদের সাথে সম্পৃক্ত হব এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করব?

অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক আহমদী খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত

থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। এর জন্য আমাদের নিজেদের কর্মকেও খোদা তা'লার শিক্ষানুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। তবেই এই অনুগ্রহ উপকারে আসবে। আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যারা ঈমান আনয়নের পাশাপাশি নিজেদের কর্মকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পদ্ধতিতে পরিচালিত করবে, তারাই খেলাফতের কল্যাণরাজিতে ভূষিত হতে থাকবে। অর্থাৎ, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হই এবং আমাদের প্রতিটি কর্ম যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানী হয়। তবেই আমরা উক্ত কল্যাণ লাভ করতে পারব।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্ তথা সৎকর্মকেও রেখেছেন। সৎকর্ম সেটিকে বলে যাতে বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা থাকে না। তিনি (আ.) বলেন, বাড়ির একজন ব্যক্তিও যদি সৎকর্মশীল হয় তাহলে পুরো বাড়ি নিরাপদ থাকে। জেনে রাখ! যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমলে সালেহ না থাকবে ততক্ষণ শুধুমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করলে কোনো লাভ হবে না। অতএব আমাদের প্রতিনিয়ত আত্মজিজ্ঞাসা করতে থাকা উচিত যেন শয়তান কখনও আমাদের ওপর আক্রমণ না করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার তৌফিক দিয়েছেন অথবা আমাদেরকে তাঁকে (আ.) মানার সৌভাগ্য দিয়েছেন, এটি তাঁর অপার অনুগ্রহ; আর এ অনুগ্রহধারাকে প্রবহমান রাখার জন্য আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজেদের ঈমানের মানোন্নয়ন করা এবং ঈমানের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যেন আমাদের প্রত্যেকে উক্ত কল্যাণ থেকে অংশ লাভ করতে থাকি যার ভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) করেছেন এবং যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও প্রদান করেছেন, অর্থাৎ খেলাফতের ব্যবস্থাপনা। কাজেই আত্মপর্যালোচনা করতে থাকা উচিত যে, আমরা খেলাফতের সাথে নিজেদেরকে কতটুকু সম্পৃক্ত করতে পেরেছি, যেন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে খোদার একত্ববাদকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের মাঠ শূন্য। তাঁর পানে অগ্রসর হওয়ার মাঠ শূন্য। সকল জাতিই সংসার-প্রেমে মত্ত আর যে কাজে খোদা সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর এর প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। খোদার পানে আসার প্রতি জগদ্বাসীর মনোযোগ নেই। যারা পূর্ণ উদ্যমের সাথে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে চায়, অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ তা'লার পানে অগ্রসর হবার দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চায় তাদের জন্য নিজেদের সৎ গুণাবলীর বা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়ার এবং খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটিই সুবর্ণ সুযোগ। একথা মনে কোরো না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজবিশেষ যা জমিতে বপন করা হয়েছে। খোদা তা'লা বলেছেন, এই বীজ বর্ধিত হবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হবে আর চতুর্দিকে এর শাখা-প্রশাখা নির্গত হবে এবং এক মহামহীরূহে পরিণত হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি যেন নিজ জামা'তকে অবহিত করি যে, যারা ঈমান এনেছে, এইরূপ ঈমান যাতে কোনরূপ পার্থিব (স্বার্থ বা লালসার) সংমিশ্রণ নেই এবং সেই ঈমান কপটতা বা ভীরুতাদুষ্ট নয় এবং তা আজ্ঞানতবর্তিতার কোনো স্তর হতে বিবর্জিত নয়, এরূপ ব্যক্তিরাই খোদার প্রিয়ভাজন। আর খোদা তা'লা বলেন, তাদের পদচারণাই সত্যের পদচারণা।

এসব বাক্য তিনি আল ওসীয়্যত পুস্তিকায় লিখেছেন, যাতে তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠারও সুসংবাদ প্রদান করেছেন। অতএব তাঁর এই বক্তব্য এ কথার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে যে, খেলাফতের সাথেও প্রত্যেক আহমদীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। আর তারাই বয়আতের দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনকারী হবে যারা উক্ত মান অর্জন করবে। আর এমনটি হলেই আমরা আজ খেলাফত দিবস উদ্‌যাপন করার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী হব। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন, সবাই যেন খেলাফতের হাতে বয়আতের দায়িত্ব পালনকারী হয় আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজিও অর্জনকারী হয়।

আজকে একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা রয়েছে, আজ ঘানা জামা'ত তাদের জলসা করছে, দু'দিনের জলসা। ২৭ ও ২৮ তারিখ, বুসতানে আহমদ-এ জলসা হচ্ছে। এছাড়াও তারা সারা দেশে ১১৯টি সেন্টার বানিয়েছে যার মাঝে পাঁচটি বড় সেন্টারও রয়েছে এবং তাদের পরস্পরের মাঝে অডিও-ভিডিও-এর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ঘানা জামা'তের সূচনা হয়েছিল ১৯২১ সনের ফেব্রুয়ারিতে। মাওলানা আব্দুর রহিম নাইয়্যার সাহেব (রা.) এখানে লন্ডন থেকে যাত্রা করে ঘানা পৌঁছেছিলেন। গত বছর ঘানা জামা'ত তাদের শতবর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানমালা আয়োজন করতে চাচ্ছিল, কিন্তু কোভিডের কারণে আয়োজন করা সম্ভব হয় নি। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০২২ ও ২০২৩ এই দুই বছরব্যাপী (তাদের) প্রোগ্রাম চলবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জলসা সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় তাদের সকল আহমদীকে ক্রমাগতভাবে উন্নতি দান করুন।

একইসাথে গাম্বিয়াতেও আজকে বার্ষিক জলসা হচ্ছে, এটা তিন দিনের জলসা। আল্লাহ্ তা'লা এটিকেও সবদিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন, আমীন। *(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)*

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা ২০২২-এর সমাপনী অধিবেশন

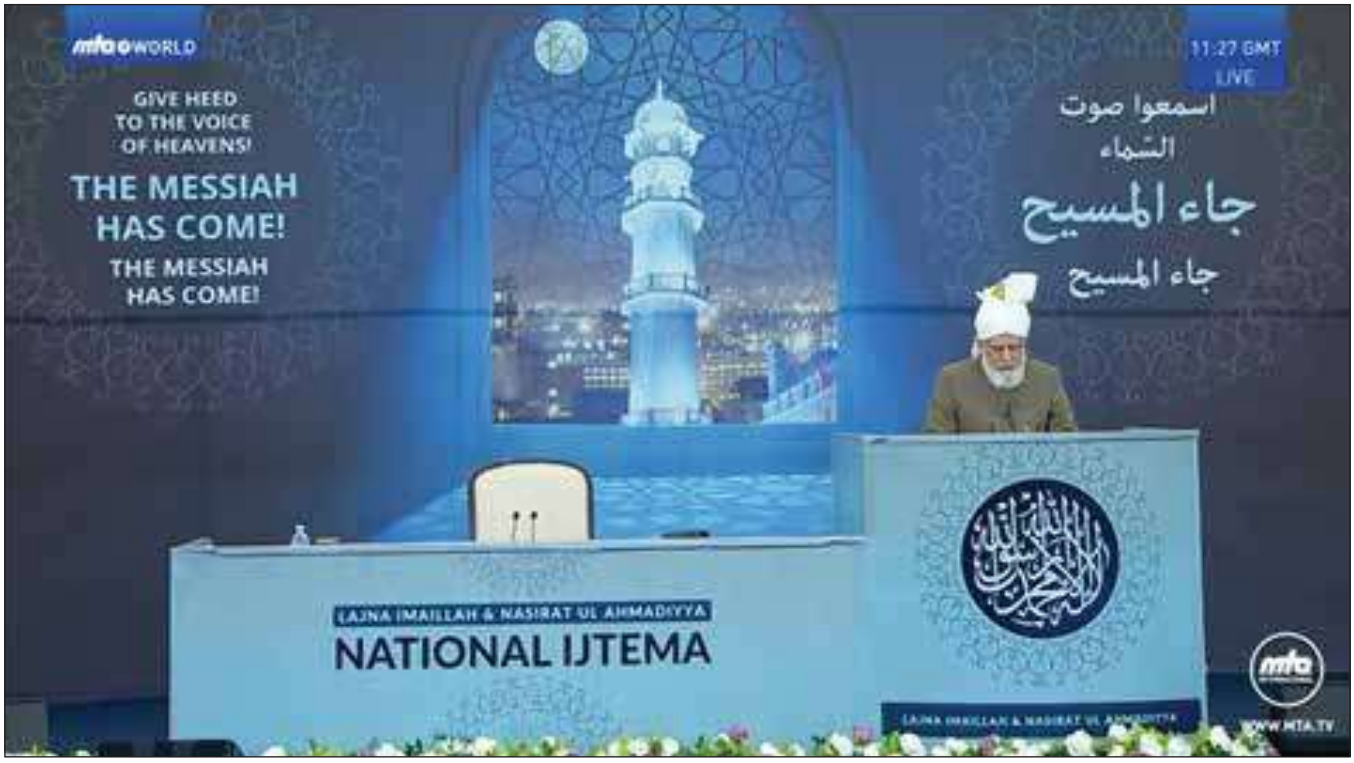

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৬-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এই ইজতেমায় সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)। ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত এই ভাষণ MTA-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের আহমদীরা শুনতে এবং দেখতে পেরেছে। উল্লেখ্য, একইসাথে মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যেরও বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এই ভাষণের পর হুযূর (আই.) তাদের উদ্দেশ্যেও বক্তৃতা প্রদান করেন।

হুযূর আনোয়ার (আ.) বেলা ১২.২১ মিনিটে ইজতেমা গাহে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে সূরা জুমুআ-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করেন মোহতরমা নূর অওদা। এরপর এই আয়াতসমূহের ইংরেজী অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর হুযূর (আই.)-এর নেতৃত্বে উপস্থিত সকল সদস্যা লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আহাদনামা পাঠ করেন। আহাদনামা পাঠের পর মোহতরমা শাযিয়া তানভীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কালাম থেকে 'মুহাসেনে কুরআন করীম' নযমটি উপস্থাপন করেন। এরপর মোহতরমা ডা. ফারিহা খান, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্য বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক রিপোর্ট

সদর সাহেবা সর্বপ্রথম হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের পর এবছর পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্য ইজতেমা করতে পারছে যে কারণে মহান আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। এবছর ইজতেমার মূলমন্ত্র ছিল 'জাআল মাসীহ্' অর্থাৎ 'মসীহ্ এসে গেছেন'। এই বাক্যের ওপর ভিত্তি করে এবারকার ইজতেমা সাজানো হয়েছে। এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বক্তৃতা এবং প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে

উল্লেখযোগ্য হল: সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র জীবনী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূলপ্রেম, মানবপ্রেম এবং তাঁর মাধ্যমে উম্মতে মুসলেমার মধ্যে একত্ববাদ ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান যুগে প্রকাশিত নিদর্শনসমূহ যেমন- ভূমিকম্প, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ, প্লেগ প্রভৃতি। এছাড়া তবলীগ বিভাগ সম্মানিত মহারানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর জীবনী সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করে। লাজনা ও নাসেরাত সদস্যদের জন্য পৃথক পৃথক তা'লীমী প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নাসেরাতদের জন্য বিভিন্ন ইনডোর প্রোগ্রাম করা হয় কেননা এবছর মহারানীর মৃত্যুর কারণে আউটডোর খেলাধুলা বন্ধ রাখা হয়েছিল।

হুযূর (আই.)-এর নির্দেশ মোতাবেক এবছর ইজতেমায় মেধাবী ছাত্রীদের তা'লীমী পুরস্কার প্রদান করা হয় যার ঘোষণা যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসায় করা হয়েছিল। এছাড়া সেসব মজলিসকেও পুরস্কার প্রদান করা হয় যারা সারা বছর ভাল কার্যক্রম দেখিয়েছে। শীর্ষস্থানীয় মজলিসসমূহ হল: উইম্বলডন সাউথ, ফারেনহাম, ওয়ালসল এবং কিংসটন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এবছর ইজতেমার উপস্থিতি ৫৭২৫ জন। খাকসার ইজতেমার নাযেমা আলা মোকাররমা নাদিয়া সোহাইল এবং তার টিমের সদস্যাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ্ এবং যুক্তরাজ্য জামা'তের একদল সদস্যের বিশেষ সাহায্যের কারণে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি আবারও হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ধারাবাহিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং আমাদের জন্য দোয়া করার কারণে বিশেষ শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হুযূর (আই.)-এর আদেশ মোতাবেক চলার তৌফিক দান করুন।

অতঃপর ইজতেমার একটি সুন্দর ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ:

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং তাসমিয়া পাঠের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় করোনা কবলিত কয়েকটি বছর পর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ইউকে পুনরায় বৃহত্তর পরিসরে তাদের জাতীয় ইজতেমা উদ্‌যাপনের সুযোগ পেয়েছে। আমি দোয়া করি এবং আশা রাখব যে, আপনারা বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়ে থাকবেন। লাজনা সদস্যাদের সদা ভাবা উচিত এবং চিন্তা করা উচিত যে, এই অঙ্গসংগঠনের মূল উদ্দেশ্য কী? লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র অংশ হওয়ার অর্থ কী? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যখন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সংগঠন গঠন করেন, তখন তিনি গভীর চিন্তাভাবনার পর এই সংগঠনের এই নাম দিয়েছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আক্ষরিক অর্থ হল, আল্লাহ্‌র দাসীদের সংগঠন। আপনারা যেখানে আল্লাহ্‌র দাসীদের সংগঠনে যোগ দিয়েছেন আর নিজেরা ধর্মের খেদমতের অঙ্গীকার করেছেন সেক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝতে হবে। প্রথম কথা হল, সব সদস্যার নিজের ঈমান এবং বিশ্বাসের সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের সেই আধ্যাত্মিক মানে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে যা একজন বিশ্বাসীর জন্য আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে নিরক্ষর মরুবাসীদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **কুল লাম তু'মিনু ওয়ালাকিন কূলূ আসলামনা**, বল যে, তোমরা এখনও বিশ্বাস কর নি কিন্তু এ কথা বলতে পারো যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, মরুবাসীরা এটি বলতে পারে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা মুসলমান হয়ে গেছে, তাদের মু'মিন হওয়া বা বিশ্বাস করার অথবা সত্যিকার বিশ্বাস অর্জনের দাবি করা উচিত নয়। তখনও তারা সেটি অর্জন করতে পারে নি। তার কারণ হল, ঈমানের দাবি এবং ইসলামের দাবি কিন্তু ভিন্ন বিষয়। যে কলেমা পাঠ করে সে বলতে পারে যে, আমি মুসলমান কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির এ কথা বলার অধিকার নেই যে, সে সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়ে গেছে। এই দাবি করা যে, আল্লাহ্ তা'লা সর্বশক্তিমান সত্তা আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল এবং ইসলাম খাঁটি ধর্ম- এটি বিশ্বাসের মৌলিক দিক। নিরঙ্কুশ ঈমানের জন্য উন্নতমানের বিশ্বাস থাকা দরকার। আর সেই পর্যায়ে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র সব নির্দেশ সে মেনে না চলে। তাই প্রথম বিষয় যা প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত তা হল, তাদেরকে ঈমানে পরিপূর্ণ হতে হবে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মু'মিন তারা যাদের কর্ম তাদের বিশ্বাসের সত্যায়ন করে, হৃদয়ে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রথিত থাকা উচিত। মু'মিন তারা যারা তাদের খোদাকে প্রধান্য দেয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়। অতএব নিজের বিশ্বাসকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া মু'মিন হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও এটি মৌলিক বিষয়। স্মরণ রাখা উচিত, নিজের ঈমানকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়া, এটি এমন একটি অঙ্গীকার যা প্রত্যেক আহমদী আহাদনামা পাঠ করার সময় করে থাকে আর এটি আমাদের বয়আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য খুব অবিচলতার সাথে তাকওয়ার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ পথ বা কঠিন পথ অতিক্রম করে আর তারা খোদার ভালবাসার সাগরে নিমজ্জিত থাকে। সত্যিকার বিশ্বাসী বা মু'মিন তাকওয়ার পথে দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। জাগতিক চ্যালেঞ্জ যেমনই হোক না কেন, তারা আল্লাহ্‌কেই সবকিছু মনে করে। আর তাদের পুরো সত্তা আর পুরো জীবনের

উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা জাগতিক কামনা-বাসনা তাদের যা-ই থাকুক না কেন, খোদার ভালবাসার মোকাবিলায় সেগুলো তাদের সামনে অর্থহীন এবং গুরুত্বহীন। মানুষ তাদের প্রিয়জনের অনেক যত্ন নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করে অথবা প্রিয়জনদের জাগতিক চাহিদা পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিন্তু যদি জাগতিক সম্পর্ক এবং চাহিদা তাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এমন মানুষ সত্যিকার অর্থে নিষ্ঠাবান মু'মিন হতে পারে না। তিনি (আ.) আরও বলেন, সত্যিকার মু'মিন তারা যারা সেসমস্ত বিষয় থেকে দূরে অবস্থান করে যেগুলো মিথ্যা প্রতিমার ন্যায় হয়ে থাকে অথবা যেগুলো খোদার সন্তুষ্টির পথে বাধা হয়ে থাকে। সেগুলো নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা হোক বা অপকর্ম বা ঔদাসিন্য অথবা আলস্যই হোক না কেন। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে প্রতিটি মোড়ে রয়েছে প্রলুব্ধি যা মানুষকে বিভিন্ন পাপের দিকে নিয়ে যায় অথবা এমন দিকে নিয়ে যায় যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। সত্যিকার অর্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ বুঝেই না যে, তার আচরণ ভুল। যেমন কিছু মানুষ প্রতিবেশির সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে না এবং তাদের প্রাপ্য দিতে ব্যর্থ হয়। আর সত্যিকার অর্থে কাউকে ঠাট্টা করা বা তিরস্কার করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়।

আরেকটি সামাজিক রোগ যা আমাদের ইজতেমা বা জলসায়ও এগুলো দেখা যায় যে, মহিলারা নিজেদের জন্য একটা ভাল জায়গা অন্বেষণ করে বা সন্তানদের বসার জন্য ভাল জায়গা খোঁজে কিন্তু অন্য কোনো শিশু যদি তাদের কাছে আসে, তারা তাদেরকে দূরে ঠেলে দেয় অথবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। এমনও দেখা গেছে যে, এক মা তার সন্তানকে কিছু খাওয়ার জন্য দিচ্ছে কিন্তু অন্য শিশু যে পাশে বসে আছে তাকে দিচ্ছে না। শিশুর খাবার অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে না বরং তাদেরকে বঞ্চিত রাখে। এটি ঘৃণ্য আচরণ। স্মরণ রাখবেন, অন্যের প্রতি যদি আপনি দয়া প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হন তাহলে আপনার শিশুরাও এটি শিখবে। অপরদিকে আপনি যদি দয়ালু হন, বিবেচনা করে কাজ করেন তাহলে আপনার সন্তানরা এটি দেখবে এবং আপনাদের কাছে শিখবে আর এভাবে আপনার সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আপনার সন্তানদের তরবিয়ত করতে পারবেন। পবিত্র কুরআনের যে আয়াত আমি পড়েছি সেই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, এই দাবি কর না যে, আমরা ঈমান এনেছি বরং দাবি কর যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তার অর্থ হল, সত্যিকার বিশ্বাস ততক্ষণ হৃদয়ে প্রোথিত হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা হয়। আমাদের জামা'তের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দাবি হল, আহমদী জামা'তের অঙ্গসংগঠনের প্রতি অর্থাৎ নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। স্মরণ রাখবেন, আমাদের জামা'তের নেযাম বা ব্যবস্থাপনা যুগ-খলীফা গঠন করেছেন। এটি সেই সত্য ব্যবস্থাপনা যা বিভিন্ন জামা'ত এবং অঙ্গসংগঠন হিসেবে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার নির্দেশে এগুলো পরিচালিত হয়ে থাকে। যদি জামা'তের কর্মকর্তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে অথবা তার আচার-আচরণ যদি দুশ্চিন্তার কারণ হয় তাহলে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার কাছে সেই কর্মকর্তার বিষয়টি তুলে ধরা উচিত। কিন্তু কোনো বৈঠকে বসে সেটি সাধারণ সভা হোক অথবা ব্যক্তিগত মিটিং হোক, সেখানে যদি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে ভ্রান্ত আচরণ করেন যার সাথে আপনার ঝগড়া আছে তাহলে সেটি অন্যায় কাজ এবং জামা'তের সত্যিকার শিক্ষা পরিপন্থী, এমন আচরণের কোনো ভাল ফলাফল সামনে আসতে পারে না। বরং এর ফলে মনমালিন্য আরও বাড়বে। আর এভাবে অভিযোগকারীর ঈমান আরও দুর্বল হতে থাকবে। এটিও দেখা গেছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে আহমদীরা যদি স্থানীয় কর্মকর্তাদের কথা যদি মানতে ব্যর্থ হয় অথবা যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের নির্দেশ পালনে যদি ব্যর্থ হয় তাহলে এর ফলে দলাদলি ও ভেদাভেদ আরও বাড়ে। এমন মানুষ তখন খেলাফতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা আরম্ভ করে এবং তারা খলীফাতুল মসীহ্‌র নির্দেশও পালনে ব্যর্থ হয়। এর ফলে এমন মানুষ ধর্ম থেকে দূরে ছিটকে যায় এবং তারা ঈমানহারা হয়। স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের যে সত্যিকার অভিযোগ আছে সেগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বরং বৃথা তর্কে লিপ্ত না হয়ে জামা'তের ভিতর ভেদাভেদ বা দলাদলি সৃষ্টি করার পরিবর্তে বিষয়টি উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। আপনাদের আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈমানের মৌলিক দাবি হল, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা। আর নেযাম বা ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির সংশোধনের জন্য মৌলিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। একইভাবে এটি মুসলমানদের সমষ্টিগত মানকেও উন্নত করে। যদিও মহিলাদের জন্য মসজিদে এসে ইবাদত করা আবশ্যক নয় কিন্তু যখনই তারা ইজতেমা বা ঈদের নামাযে মসজিদে আসে, সেক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা নামাযের সরিগুলো সোজা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যখন ইজতেমাতে বা জলসায় অথবা লাজনার অনুষ্ঠানে আসে তখন সেই প্রোগ্রামের গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত আর এটি তখনই বজায় রাখা সম্ভব যখন তারা পূর্ণ মনোযোগসহ তা শোনে এবং যেসব ভাল কাজের নির্দেশ দেয়া হয় অথবা যা তারা শেখে তা যদি তারা অনুসরণ করে। নামাযেই যদি আমরা সারি সোজা রাখতে ব্যর্থ হই আর জলসা বা ইজতেমায় যদি আমরা এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করি আর যারা দায়িত্ব পালন করছে তাদের কথা অমান্য করি, তারা চুপ থাকতে বললে যদি চুপ না থাকি, তাহলে এমন মানুষের আচরণ সত্যিই উদ্বেগের কারণ। কালের প্রবাহে ধীরে ধীরে এমন আচরণ ভয়াবহ রূপ নেয় এবং এক পর্যায়ে মানুষ ঈমান থেকে দূরে চলে যায়। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয়জনের কথা শোনার এবং

প্রিয়জনকে সন্তুষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। জাগতিক ক্ষেত্রে এই ভালবাসাই তাদের প্রিয়জনদের নিকটতর করে নিয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার সাথে আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে এবং তাঁর রসূলের সাথে আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে তার মোকাবিলায় জাগতিক সম্পর্ক তুচ্ছ। আমি বহুবার বলেছি, আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রসূলকে ভালবাসার দাবি হল, তাদের নির্দেশ মেনে চলা। আজকের সমাজ নৈতিক দিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সমাজ নষ্ট হয়ে গেছে। কেননা প্রচার মাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ার ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষকে ক্রমশ ধর্ম থেকে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে বাজে কথা শেখানো হয় এবং অনৈতিক বিষয়াদি তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যা এই বয়সে হয়তো তাদের জন্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এর ফলে খুব অল্প বয়সেই স্কুল এবং সমাজ তাদেরকে অবাধ চিন্তা করা শিখায় অথবা তাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের পিতা-মাতার ওপর অনেক বড় দায়িত্ব বর্তায়। সন্তানের নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পিতা-মাতার ওপর ন্যস্ত। আজকের যুগে শিশুদের কার্টুন বা ভিডিও গেইমে এমন কাহিনী শোনানো হয় অথবা এমন চরিত্র থাকে যেগুলো কোমলমতি শিশুদের সাথে অসাঞ্জস্যপূর্ণ। এটি শিশুদের নিষ্পাপ মনোবৃত্তিকে হরণ করে। শিশুদেরও এ বিষয়ে খুব সাবধান থাকা উচিত যে, তারা কোন কার্টুন দেখছে। শিশুরা যখন এগুলো দেখে তখন তাদের দিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন প্রোগ্রাম দেখার সুদূরপ্রসারি যে ফলাফল সেটি অত্যন্ত ভয়াবহ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে আর নৈতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। তাই শিশুরা কোথায় যাচ্ছে, কী দেখছে বা কী করছে, সেদিকে পিতা-মাতার দৃষ্টি রাখা উচিত। বাইরের প্রভাব থেকে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করা উচিত। পিতা-মাতার উন্নত নৈতিক মান সন্তানের সামনে প্রদর্শন করা উচিত, তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। স্মরণ রাখা উচিত, শিশুরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তারা আপনাদের কার্যকলাপের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে। তাই আপনারা শিশুদের যা শেখাচ্ছেন এবং আপনাদের আচরণ এই দুয়ের মাঝে যেন কোনো বিরোধ না থাকে। নিশ্চিতভাবে আহমদী পিতা-মাতা ইসলামী মূল্যবোধ এবং ইসলামী শিক্ষা নিজেরা যদি অনুসরণ না করেন তাহলে তাদের সন্তানরাও বস্তুবাদিতায় গভীরভাবে প্রভাবিত হবে এবং সমাজে যে খোদা বিমুখতা রয়েছে, তা দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হবে। তাই আহমদী পিতা-মাতার খুব সাবধানে কাজ করা উচিত। নিজেদের মান উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত যেন সন্তানদের সঠিক পথের দিশা দিতে পারে এবং উত্তম তরবিয়ত করতে পারে। আমি পূর্বেও বলেছি, জামা'তের কোনো কর্মকর্তা যদি আপনাকে কোনোভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে অথবা এমন আচরণ করে থাকে যা আপনার দৃষ্টিতে সঠিক নয়, তাহলে বিষয়টি শান্তভাবে সমাধানের চেষ্টা করুন। সরাসরি সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলুন বা সেই ব্যক্তির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে কথা বলুন। এর পরও যদি আপনি আশ্বস্ত না হন তাহলে আপনি যুগ-খলীফাকে লিখতে পারেন। এমন বিষয়াদী সন্তানদের সামনে কখনও আলাপ করবেন না। নতুবা তাদের ওপর এর ভয়ানক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে আর এর ফলে তাদের হৃদয়ে ধর্মের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর তারা সমাজের ভিত্তিহীন চাকচিক্যে প্রভাবিত হবে আর সমাজের ভ্রান্ত প্রভাবের শ্রোতে বয়ে যাবে। শিশুদের সাথে প্রতিদিন কথা বলুন। তাদেরকে সেই সমস্ত বিষয় বলুন যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটতর করবে এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কাছে টেনে আনবে। আমি পূর্বেও বহুবার বলেছি, শুরু থেকেই আহমদী পিতা-মাতার নিজ সন্তানদের বলার বিষয়টি যখন সামনে আসে তখন মানুষ বলে, কখনও কখনও মিথ্যা বললে কোনো অসুবিধা নেই এবং তাদের মতে অন্যকে সন্তুষ্ট রাখতে হালকা মিথ্যা বললে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মিথ্যা কথা তা ছোট হোক বা বড়, এটি অনেক বড় পাপ। আমরা অনেকে সেই প্রসিদ্ধ হাদীসটি জানি যাতে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, জীবনে অনেক পাপ করেছে, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, কোন পাপ তার সর্বপ্রথম পরিত্যাগ করা উচিত, কেননা সেই ব্যক্তি মনে করত যে, সে নিজের সকল পাপ পরিত্যাগ করতে পারবে না। প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) তাকে বলেন যে, সর্বপ্রথম তোমার মিথ্যা পরিহার করা উচিত। সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর উত্তর শুনে খুবই আনন্দিত হয় এবং মনে করে যে, এটি খুব সহজ। পরবর্তীতে যখনই সে কোনো অনৈতিক কাজ করতে গিয়েছে তখন দাঁড়িয়ে চিন্তা করেছে যে, যদি সে ধরা পড়ে তাহলে তাকে নিজের পাপ স্বীকার করতে হবে কেননা সে মহানবী (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, সে মিথ্যা বলবে না। এর ফলে কালের প্রবাহে একে একে সব পাপ সে ছেড়ে দিয়েছে যাতে সে ইতোপূর্বে অভ্যস্ত ছিল। সেই ব্যক্তি মিথ্যা অব্যাহত রাখতে পারতো কিন্তু সে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্য বলার অঙ্গীকার করেছে আর সংকল্পবদ্ধ ছিল এবং সে তার অঙ্গীকার রক্ষার প্রতিজ্ঞা করেছে তাই এক পর্যায়ে সে মুত্তাকীদের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং মু'মিন হয়ে গেছে। আপনারা যারা এই ইজতেমায় আছেন, আপনারাও নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রে একই অঙ্গীকার করেছেন। তাই এটি আপনাদের পূর্ণ করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যক্তিগত এবং পরিবারিক বিষয়াদি আমার দৃষ্টিতে আনা হয়। শুধু পাঞ্জাবী অথবা উর্দু ভাষাভাষী লোকেরাই আমার কাছে এ কথা লেখে না, পাশ্চাত্যে যেসমস্ত মহিলারা বড় হয়েছে অথবা পড়ালেখা করেছে, তারাও তাদের শ্বশুরবাড়ি অথবা পরিবার-পরিজনের এমন

আচার-আচরণ আমার কাছে লিখে পাঠায় আর এতে অনেক সময় নেযামে জামা'তকেও তারা এতে জড়িয়ে ফেলে এবং বলে যে, তাদের অমুক নিরপেক্ষ নয় এবং একপেশে আচরণ করছে। এ বিষয়গুলো তদন্ত করলে দেখা যায় যে, কিছু অতিরঞ্জন আছে অথবা উভয়পক্ষ মিথ্যা বলছে। এমন বিষয়ে উভয়পক্ষ যদি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে ঝগড়া-বিবাদ অনেক সুন্দরভাবে সমাধা হতে পারত। জামা'তের কর্মকর্তাদের জন্যও সহজ হয়ে যেত আর কাযা বিভাগও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারত। এমন সমস্যাবলী তখন দেখা দেয় যখন মানুষ সত্য ছেড়ে দেয় আর সত্যকে জলাঞ্জলি দেয় আর অতিরঞ্জিত আকারে বিষয়াদি তুলে ধরে যেন তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। একথা আদৌ চিন্তা করে না যে, সত্য কী আর ন্যায় কী। স্মরণ রাখবেন, মিথ্যায় কোনো বরকত নেই কেননা সত্য কী তা আল্লাহ্ তা'লা ভালভাবে জানেন। আর মিথ্যা হল চরম পর্যায়ের পাপ যা পারিবারিক শান্তিকে ধ্বংস করতে পারে এবং জামা'তকেও ধ্বংস করতে পারে।

মিথ্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কোনো কর্মকর্তা এক আহমদীর ঘরে না জানিয়েই গিয়ে উঠতে পারে। প্রথম কথা হল, কর্মকর্তার এমন পরিবারের বা জামা'তের সদস্যদের ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। অনর্থক কাউকে কষ্ট দেয়া উচিত নয় অথবা অসময়ে কারও ঘরে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি কখনও এমন বিষয় ঘটে থাকে, যদি কোনো কর্মকর্তা অসময়ে কারও ঘরে যায় তাহলে আহমদীদের মিথ্যা বলা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন ঘটনা ঘটেছে যে, জামা'তের কর্মকর্তারা যখন তাদের ঘরে গিয়েছে, তখন শিশুকে মা শিখিয়ে দিয়েছে, বল– মা বাসায় নেই। স্বাভাবিকভাবে শিশু অবশ্যই আশ্চর্য হবে যে, মা কেন তাদরেকে মিথ্যা বলতে বলছে? যদিও পাশ্চাত্যে শিশুকে অনেক অসঙ্গত জিনিস স্কুলে শেখানো হয়। একটা ভাল বিষয় হল, এদেশের স্কুলগুলোতে সত্য বলার বিষয়ে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয় তাই এমন পরিবেশে শিশুকে যদি মা মিথ্যা বলতে বলে তাহলে শিশু আশ্চর্য হবে এবং তার জীবনে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। কেউ যদি অতিথির সাথে কথা বলতে না চায় তাহলে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত যে, আমি দেখা করতে পারব না, পরে আসুন আর এটি ইসলামিক রীতিসম্মত বিষয়, এতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু পিতা-মাতা যদি মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের সন্তানরাও পিতা-মাতার আচরণে কপটতা দেখবে। তারা দেখছে, একদিকে মা বলে যে, সত্য বলবে, খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর এবং উন্নত গুণাবলী অবলম্বনের চেষ্টা কর কিন্তু যখন দেখবে যে, মা ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করছে, তখন এ ধরনের দ্বৈত ব্যবহার, দ্বৈত আচরণে শিশুদের বিশ্বাস হারিয়ে যাবে। তখন তাদের পিতা-মাতা যে শিক্ষা দিবে তাতে তাদের কোনো বিশ্বাস থাকবে না। আর তারা তাদেরকে যে শিক্ষা দেবে সে শিক্ষার তারা কোনো গুরুত্বই দিবে না বরং প্রত্যাখ্যান করবে, অবজ্ঞা করবে। এভাবে পিতা-মাতা থেকেও দূরে যাবে এবং ধর্ম থেকেও দূরে সরে যাবে। এমন পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে পিতা-মাতা।

ধৈর্য্য

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা মু'মিনের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত তা হল, সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করা। মু'মিনের সবসময় নিজের গাম্ভীর্যের খেয়ার রাখা উচিত আর পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে তার আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা রাখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন আহমদী নারী এমন হওয়া উচিত নয় যে, সে তৃতীয় পক্ষের কাছে কোনো অপছন্দনীয় কথা শুনে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই ফোন ধরেই দ্বিতীয় পক্ষকে গালি দেয়া আরম্ভ করবে অথবা তার দৃষ্টিতে যে দোষী তাকে ঘৃণ্য কথাবার্তা বলতে থাকবে। এটি পারিবারিক বিষয় হোক বা পরিবারের বাইরের জামা'তী বিষয় হোক। অতীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। কিছু অভদ্র মহিলা জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা ইজতেমাতে এমন আচরণ প্রদর্শন করেছে। কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, পাশ্চাত্যের মানুষ সুশিক্ষিত তাই মহিলাদের মাঝে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এমন ঘটনা আমাদের ইজতেমাতেও ঘটেছে আজও এমন ঘটনা ঘটে। তাই আমাদের আচার-আচরণকে সবসময় বিশ্লেষণ করতে হবে আর একথা ভাবা উচিত নয় যে, কিছু বদ অভ্যাস বা কিছু দুর্বলতা বিশেষ কোনো জাতির মাঝেই থাকে অন্যদের মাঝে তা নেই। বিষযটি এমন নয়। বরং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের কারণে অনৈতিক আচার-আচরণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অথবা এক দেশের সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

বিনয়

মু'মিনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বিনয় অবলম্বন করা। বিনয়ী হবার দাবি করা খুব সহজ একটি বিষয়। কিন্তু মানুষের আচরণ তার এই দাবিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু মানুষ যারা নিজেদেরকে বিনয়ী মনে করে। তারা বোঝে না যে, তাদের আচরণ অন্যদেরকে কষ্ট দেয় অথবা তাদের আচরণে অহংকার প্রকাশ পায় যা অন্যদেরকে কষ্ট দেয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের সবসময় সাবধান থাকতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। সামান্যতম অহংকার আমাদের প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করা উচিত নয়। যেমন একদিকে অহংকার সমাজে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়, অশান্তি সৃষ্টি করে। একইভাবে এটি সন্তান-সন্ততির নৈতিক তরবিয়তের ক্ষেত্রেও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। তাই এটি নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে।

সদকা

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত আর তা হল, রীতিমত সদকা দেয়া উচিত। আল্লাহ্‌র পথে তাদের ব্যয় করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের অধিকাংশ সদস্য-সদস্যা উদারভাবে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে, দরিদ্রের সাহায্য করে, অভাবীদের সহায়তা করে এবং চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে জামা'তের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করে। বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যেহেতু খুবই নাজুক তাই অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে, তাদের নিজেদের চাহিদা পূরণ করার দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যারা আমাদের চেয়ে বেশি অভাবী তাদেরকে সাহায্য করা উচিত। এক হাদীসে অর্থিক কুরবানী সম্পর্কে উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, দুই ফিরিশতা প্রত্যেক প্রভাতে অবতরণ করে। এক ফিরিশতা দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! এমন ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধি করুন যে মুক্তহস্তে মানুষের জন্য ব্যয় করে এবং অভাবীদের সাহায্য করে। দ্বিতীয় ফিরিশতা দোয়া করে, হে আল্লাহ্! সেই ব্যক্তির সম্পদ ধ্বংস করুন যে কৃপণ এবং অন্যদের জন্য ব্যয় করে না।

পর্দা

আরেকটি মৌলিক ইসলামিক বিষয় হল, পর্দা সংক্রান্ত। আজকের বিশ্বে যে পর্দাকে শত্রু আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে। এর ফলে মুসলমান নারীরা ভাবে যে, তাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে অথবা তারা বৈষম্যের শিকার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে কুরআনের শিক্ষা অনুসারে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শিক্ষা অনুসারে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। পর্দা সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, এক শান্তিপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজের জন্য পর্দা কেন আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, তাই এই ধারণা ভ্রান্ত যে, আল্লাহ্ কেবল নারীদেরকে পর্দা করতে বলেছেন। সত্যিকার অর্থে পবিত্র কুরআনে যেখানেমহিলাদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে আল্লাহ্ তা'লা পুরুষকেও দৃষ্টি অবনত রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। তাই এ কথা বলা যে, পুরুষরা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন আর মহিলারা নির্যাতনের শিকার অথবা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে– এমন কথা ভ্রান্ত ও ভুল। এটি শয়তানি চিন্তাভাবনা ও জাগতিকতার কারণে এমন চিন্তা মাথায় দানা বাঁধে। কিছু মহিলা বলে যে, পাশ্চাত্যে পর্দা করা কঠিন। এমন আচরণ আসলে হীনন্মন্যতার কারণে মাথায় দানা বাঁধে। এবছর জলসায় আমি এক যুবতী আহমদী পেশাজীবী ডাক্তার মহিলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলাম যিনি পর্দা করে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। মালিক যখন তাদেরকে পর্দা থেকে বিরত রাখতে চায়, তখন আহমদী মহিলা দৃঢ় অবস্থান নেন এবং বলেন, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ছাড় দিতে পারবেন না এবং কেবল মালিককে সন্তুষ্ট করতে ওড়না অপসারণ সম্ভব নয়। পেশার জন্য সততা বা লজ্জাবোধকে জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব না– একথা তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তারা চাকুরি হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন কিন্তু পর্দা ছেড়ে দেয়ার মত অশালীন বা বিশ্বাস পরিপন্থী কাজ করতে পারেন না। অবশেষে তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং সাহসিকতা আর তাদের বিশ্বাসে এবং তাদের নৈতিক গুণে শালীনতায় প্রভাবিত হয়ে মালিক নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং তাদেরকে পর্দা করে কাজ করার অনুমতি দেয়। তাই এই জাগতিকতার চাপের সামনে নতি স্বীকার করবেন না। আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও নির্দেশ চিরস্থায়ী। এগুলো অনুষরণ করেই আমরা আমাদের সুরক্ষা করতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষা করতে সমর্থ হব।

সোশাল মিডিয়া

আমি আপনাদেরকে এ কথাও স্মরণ করাতে চাই যে, আপনারা যখন অনলাইন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তখন এ বিষয়ে অনেক বেশি সাবধান থাকতে হবে। মানুষ ফেইসবুকে বিভিন্ন প্রোফাইল দেয় বা ইনস্টাগ্রাম বা টিকটকে প্রোফাইল বানায় অথবা অন্যান্য সোশাল মিডিয়ায় নিজের প্রোফাইল তৈরি করে। সেখানে ব্যক্তিগত ছবি এবং ভিডিও আপলোড করে থাকে এবং অশালীন কথাবার্তায়ও অংশ নেয়। এক ব্যক্তি হয়তো ভাবতে পারে যে, এটি সময় কাটানোর এমন একটি পদ্ধতি যেখানে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু এমন বিষয় খুব দ্রুত মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর এর ফলে বড় বড় পাপের জন্ম হয়। সামাজিক বিভিন্ন রোগ মাথা চাড়া দেয় আর মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য এটি ধ্বংসাত্মক। আপনি নিষ্পাপভাবে কিছু দিলেও এর অর্থ এই নয় যে, যেব্যক্তি আপনার পোষ্ট দেখবে বা ছবি দেখবে অথবা যার সাথে আপনি কথা বলছেন সে-ও নিষ্পাপ বা সে-ও বিশ্বাসযোগ্য। এটি বলা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন বিষয় সামনে আসছে যে, ছেলেরা মেয়েদের ছবি সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে তারা তাদেরকে ব্লাকমেইল করে এবং বলে যে, এগুলো আমি অনলাইনে ছড়িয়ে দিব এবং এগুলোর অপব্যবহার করব যদি না তুমি আমাদের দাবির সামনে নতি স্বীকার কর। তাই সোশাল মিডিয়ায় যোগ দেয়ার পূর্বে আপনাদেরকে খুব সাবধান হতে হবে। আর যদি সোশাল মিডিয়া বিশেষ কোনো কারণে ব্যবহার করতেই হয় অর্থাৎ শিক্ষামূলক কোনো কাজে যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে আপনার শালীনতার সর্বদা সুরক্ষা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন যে, একবার কিছু মানুষ বলে, মুসলমান নারীদের পর্দা পরিত্যাগ করা উচিত এবং পাশ্চাত্যের মহিলাদের কাপড়ের রীতি অবলম্বন করা উচিত। তিনি (আ.) বলেন, মুসলমানদের পর্দা না করা একটি ভ্রান্ত রীতি যা বিপজ্জনক। তিনি (আ.) বলেন, যারা পর্দার বিরোধিতা করে তাদের দেখা উচিত– আজকের পাশ্চাত্যে সমাজের নৈতিক মানের অবস্থা কী? সেখানে পর্দার কোনো ধারণাই নেই।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের পাশ্চাত্যে যে নৈতিক মান আছে তার ধারণা নিতে পারি। যেভাবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাশ্চাত্যে এই প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, স্কুলে বা অন্য স্থানে তারা শিশুদেরকে এমন বিষয় শেখাচ্ছে যা শিশুরা এখনও বোঝে না আর তা কোনোভাবে তাদের বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তারা নিষ্পাপ শিশুদেরকে যৌন বিষয়াদি শিখিয়ে থাকে। আর এমন বিষয় শেখায় যা তাদের জন্য বোঝা সম্ভব নয়। ইতিহাসে কখনও নিষ্পাপ শিশুদেরকে এমন কম বয়সে এমন বিষয়াদি শেখানো হয় নি। প্রশ্ন হল, আজকে এমন অল্প বয়স্ক শিশুদের এ ধরনের যৌন বিষয়ে শেখানোর কী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে? এগুলো নিষ্পাপ শিশুদের শৈশবকে ধ্বংস করছে আর এর কুফল অবশ্যই প্রকাশ পাবে। পর্দার যারা বিরোধী তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যে, তারা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, এমন স্বাধীন সমাজে যেখানে পর্দার কোনো ধারণাই নেই, শালীনতার কোনো ধারণাই নেই এমন সমাজ যদি উন্নত নৈতিক গুণাবলী জন্ম দিতে পারে তাহলে আমরা পর্দা পরিত্যাগ করব এবং আমি মেনে নিব যে, আমাদের কথা ভুল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, একথা সত্য যে, যুবক-যুবতীদের যদি স্বাধীনভাবে মেলামেশার সুযোগ দেয়া হয়, এর ফলাফল যা সামনে আসবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আর এর ফলে তারা নিজেদের কামনা-বাসনার শিকার হবে। তাই ইসলামী পর্দাতে গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে। ইসলাম অতি সরল মানুষের মত একথা মনে করে না যে, নর-নারী কখনও নিজেদের কামনা-বাসনার দাসত্ব করবে না, মানব প্রকৃতির বাস্তব প্রবণতাকে সামনে রেখে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাই আহমদী নর-নারীর এটি নিশ্চিত করা উচিত যে, তাদের পোষাক যেন শালীন হয় আর পর্দার যে মৌলিক দাবি, পর্দা সেই দাবিসম্মত যেন হয়। শেষে আমি আবারও বলছি, তারাই কেবল আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে যারা নিজেদের বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেয় তারাই সফল। অতএব যত্নসহকারে ইবাদত করুন আর নামাযের প্রতিটি শব্দ নিয়ে চিন্তা করুন। বুলিসর্বস্ব ইবাদত করবেন না। এক নিষ্ঠাবান নারীর ইবাদতের অনেক মূল্য আছে। তাই নিজেদের জন্য সদা দোয়া করুন, স্বামী-সন্তানদের জন্য দোয়া করুন, সমাজের এবং জামা'তের জন্য দোয়া করুন। দোয়া করার সময় সদা মনে রাখবেন, আপনারা সেই সত্তার সামনে আত্মসমর্পণ করেছেন যিনি আপনাদের স্রষ্টা আর তিনিই আপনাদের দুশ্চিন্তা এবং দুঃখকষ্ট দূরীভূত করতে পারেন আর তিনিই একমাত্র সেই সত্তা যিনি আপনাদেরকে ইসলামের মৌলিক অবস্থা থেকে সত্যিকার বিশ্বাসীর মানে উপনীত করতে পারেন। এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারেন যার ঈমান হবে সুদৃঢ়। একমাত্র তাঁর দয়ার ফলেই আপনাদের সন্তানেরা ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে এবং ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি আপনাদের স্বামীকে সকল অপকর্ম থেকে রক্ষা করতে পারেন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। যদি আহমদী নারীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়, তাহলে তারা ইনশাআল্লাহ্ অসাধারণ পবির্তন আনতে পারে। তাদের ঘরেও পারবে, তাদের শহরেও পারবে, এবং তাদের জাতি ও সারা বিশ্বে এক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এমন মানুষে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য দিন যারা নিজেদের মাঝে অসাধারণ বিপ্লব সাধন করবে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এটি বলতে পারে যে, আহমদী মা এবং মেয়েরা আজকের যুগে তাদেরকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে এবং তাদেরকে সত্যিকার আধ্যাত্মিক পথে রাখতে অসাধারণ ভুমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে এমনটি করার সৌভাগ্য দিন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌কে সকল অর্থে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আপনারা এখন আমার সাথে দোয়ায় যোগ দিন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) ভাষণের পর ১.২৬ মিনিটে হুযূর দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার পর হুযূরের খিদমতে উর্দু এবং আফ্রিকান ভাষায় তারানা উপস্থাপন করা হয়। হুযূর (আই.) বেলা ১.৩২ মিনিটে সকলের উদ্দেশ্যে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে ইজতেমা গাহ থেকে প্রস্থান করেন।

[(প্রস্তুতকরণে: পাক্ষিক আহ্‌মদী নিউজ ডেস্ক)
(তথ্যসূত্র: www.alfazal.com)]

'আহমদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র **'আহমদী'** পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক**, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা ২০২২-এর সমাপনী অধিবেশন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে গত ১৬-১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই ইজতেমায় সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)। উর্দু ভাষায় প্রদত্ত এই ভাষণটি MTA-এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের প্রচারিত হয়েছে যদ্বারা সকল আহমদী উপকৃত হয়েছেন।

যোহর এবং আসরের নামায জমা আদায় করার পর ৪.১৬ মিনিটে হুযূর (আই.) নারায়ে তাকবীর ধ্বনির স্বাগতমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে সূরা আলে ইমরানের ১০৪-১০৫ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন মোকাররম আব্দুস সামী আবেদ। উক্ত আয়াতসমূহের ইংরেজী অনুবাদ উপস্থাপন করেন মোকাররম টমী কালূন। অতঃপর হুযূর (আই.)-এর নেতৃত্বে আনসারুল্লাহ্‌র আহাদনামা পাঠ করা হয়। এরপর মোকাররম উমর শরীফ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কালাম থেকে 'ইসলাম অওর আঁহযরত (সা.) সে ইশক' নযমটির নির্বাচিত পংক্তি পেশ করেন। সেগুলোর ইংরেজী অনুবাদ উপস্থাপন করেন মোকাররম তুবান ইফরাম। এরপর, সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্য মোকাররম ডা. ইজাযুর রহমান বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক রিপোর্ট

সদর সাহেব বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ২০১৯ সালের পর এবছর পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে ইজতেমা করা হচ্ছে। মজলিস আনসারুল্লাহ্ যুক্তরাজ্য অনেক সৌভাগ্যবান কেননা তারা আরও একবার যুগ-খলীফার সান্নিধ্য লাভ করেছে। খাকসার আন্তরিকভাবে হুযূরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা তিনি আমাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এছাড়া হুযূরের কাছে বিনীত দোয়ার আবেদন, আমরা যেন তাঁর আশানুরূপ কার্যক্রম করতে পারি। আমীন। এবছর আমাদের ইজতেমার মূলমন্ত্র ছিল 'খেলাফতের গুরুত্ব ও

কল্যাণ' যা বছরের শুরুতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে মোট ১৪৩টি মজলিসের মধ্যে ১৩২টি মজলিস এবং ১৮টি রিজিওনের মধ্যে ৭টি রিজিওন তাদের স্থানীয় ইজতেমা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। এবছরের জুন মাসেই হুযূর (আই.)-এর অনুমতিক্রমে বার্ষিক ইজতেমার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছিল। ইজতেমার নাযেমে আলা মোকাররম রফি আহমদ ভাট্টি এবং তাঁর টীমের সদস্যরা অনেক পরিশ্রমের সাথে এই ইজতেমার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন। খাকসার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, অফিসার জলসা সালানা, যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব এবং MTA-এর সার্বিক সহযোগিতার কারণে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ইজতেমার তিন দিনই পাঁচবেলার নামায বাজামা'ত আদায়সহ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় এবং দরসের ব্যবস্থা ছিল। আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যরা জামা'তের আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান ও তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা শোনার সুযোগ লাভ করেছে যেখানে বক্তারা খেলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানমূলক প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করা হয় যেমন– সাইক্লিং করার গুরুত্ব ও উপকারিতা, নিয়ম পালনই সুস্বাস্থ্যের মূল উপায়, রিশতানাতা এবং আহমদীয়া মুসলিম লয়ার্স এসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে একটি প্রেজেন্টেশন এর অন্তর্ভুক্ত।

এবছর ইজতেমায় তবলীগ বিভাগ এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর পক্ষ থেকে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এমনকি যুক্তরাজ্যের তবলীগ বিভাগ প্রশ্নোত্তর সভারও আয়োজন করেছিল যার ফলে আনসারুল্লাহ্ উপকৃত হয়েছে। এই প্রশ্নোত্তর সভায় ফিকহি মাসায়েল বিষয়টি অধিক প্রাধান্য পায়। একইভাবে চ্যারিটি ওয়ার্ক এবং মাসরূর চক্ষু হাসপাতাল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করা হয়।

এবছর ইজতেমার মোট উপস্থিতি ছিল ৪০৯৮ জন। এর মধ্যে ৩৬০৬ জন আনসার এবং ৪৯২ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। এর পূর্বে ২০১৯ সালের ইজতেমার উপস্থিতি ছিল ৩১১৭ জন।

এরপর ইজতেমার এক ঝলকরূপে একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

এবছর শ্রেষ্ঠ মজলিস হিসেবে হার্টলেপুল মজলিস হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর পবিত্র হাত থেকে আনসারুল্লাহ্‌র পতাকা গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণঃ

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আই.) বলেন:

কিছুক্ষণ পূর্বে আমি লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেছিলাম। আর তাদেরকে কতিপয় বিষয়াবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। এই কথাগুলো শুধু নারীদের জন্য নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই বিষয়গুলোর দিকে যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেখানে নারী-পুরুষ উভয়কেই সম্বোধন করে এসব নেকী বা পুণ্য অবলম্বন করা বা সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কথা বলেছেন। হ্যাঁ, আমি কিছু উদাহরণ মহিলাদের দৃষ্টিপটে রেখে প্রদান করেছি তাদের পরিবেশ অনুযায়ী কিন্তু অধিকাংশ উদাহরণ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, সত্যতার উন্নতমান বা ইবাদতের প্রতি মনোযোগে তো পুরুষদেরও একই মান অর্জন করা উচিত যেন নিজেদের পরকাল সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের তরবিয়তের জন্য আদর্শ হয়ে তাদেরও ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত করার কারণ হতে পারেন। কারও কারও অভ্যাস হয়ে থাকে যে, নিজেদেরকে তারা নসীহতে সম্বোধিত মনে করে না এবং অন্যদের মনে করে, এরপর এ কথা বলে দেয় যে, দেখেছ! যুগ-খলীফা ওমুক জামা'তকে বা জামা'তের অমুক শ্রেণিকে কিভাবে শক্ত বা কঠোরভাবে নসীহত করেছেন? এরপর তারা এ কথাও বলে যে, তাদের তো এমনই সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। নিজের প্রতি তারা দৃষ্টি দেয় না। তাদের উচিত ছিল, প্রত্যেকে যেন নিজেদেরকে সম্বোধিত মনে করে এবং নিজেদের দিকেই যেন দৃষ্টি দেয়। নিজেকেই যেন যাচাই করে দেখে যে, আমি কী? আর এটি দেখা উচিত যে, অন্যদের যেসব কথা বলা হচ্ছে বা যেকোনো শ্রেণিকেই সম্বোধন করেই যুগ-খলীফা কথা বলছেন, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী তিনি কিছু কিছু বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আমরা যেন নিজেদের যাচাই করে দেখি যে, আমরা কি সেই মানে উপনীত হতে পেরেছি? অতএব এই বিষয়টি যদি অনুধাবন করা হয় যে, যুগ-খলীফা কখনও বিভিন্ন দেশের আহমদীদেরকে কোন কোন বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন বা জামা'তের সদস্যদের বিভিন্ন পুণ্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন তাহলে আমরাও আহমদী হিসেবে নিজেদেরকে যাচাই করে দেখব যে, আমাদের মাঝে সেই ধরনের নেকী বা পুণ্য আছে কিনা যেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে বা আমাদের মাঝে সেই সকল দুর্বলতা নেই তো যেগুলোকে পরিত্যাগ করার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে? অতএব এখন যখন কিনা টিভির মাধ্যমে পুরো বিশ্ব যোগাযোগের দিক থেকে এক হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেক আহমদীর জন্য সেসব কথা যা যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে জামা'তের উন্নতির জন্য বলা হয়ে থাকে তা যদি নিজেদের সম্বোধিত বলে মনে করি এবং তদনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করি তাহলে এক বিপ্লব আমরা নিজেদের অবস্থার মাঝে সৃষ্টি করতে পারি। অতএব প্রথম কথা হল, যেসব কথা আমি লাজনাদের উদ্দেশ্যে বলেছি, আনসাররাও যেন নিজেদেরকেও সেগুলো সম্বোধিত মনে করে। পুরুষ এবং নারী যখন একত্রিত হয়ে পুণ্যকে অবলম্বন এবং মন্দকর্ম পরিত্যাগ করার জন্য চেষ্টা করবে তখন আমরা এক বিপ্লব সাধন করতে সক্ষম হবে যা আমরা নিজেদের ঘরেও সৃষ্টি করতে পারব, নিজেদের অবস্থার মাঝেও সৃষ্টি করতে

পারব, নিজেদের সন্তানদের মাঝেও সৃষ্টি করতে পারব, নিজেদের সমাজের মাঝেও সৃষ্টি করতে পারব। অতএব আপনারা প্রাপ্তবয়সে উপনীত পুরুষরা যারা নিজেদের চিন্তা-চেতনার দিক থেকেও সাবালক বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছেন তাদের বিশেষভাবে এই বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক নেকী বা পুণ্যের কথা জামা'তের যে শ্রেণিকেই সম্বোধন করে বলা হোক না কেন সেটিকে শুধু নিজেদের ওপর প্রযোজ্য বলব না বরং অন্যদের সামনে আদর্শ স্থানীয় হয়ে প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে প্রচার করার জন্য এসেছিলেন, যাকে আমরা মান্য করেছি এই মর্মে যে, নিজেদের সংশোধন করব এবং পৃথিবীর সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করব, তো এর জন্য প্রত্যেক নেকী বা পুণ্যকে অবলম্বন করা বা অর্জন করা এবং প্রত্যেক মন্দকর্মকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব নসীহত করেছেন তার প্রেক্ষিতে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। যেমনটা আমি বলেছি যে, আনসারুল্লাহ্‌র বয়সে উপনীত লোকেরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণতার নিরিখে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকে তাই এ বিষয়টি তাদের প্রতি দাবি রাখে যে, তাদের ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক এবং চারিত্রিক দিক থেকেও উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে নিজেদের যাচাই করতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে আমরা কী পরিমাণ পরিবর্তন সাধন করেছি? আর অন্যদের এর মাধ্যমে কী উপকার করতে পেরেছি? এক উপলক্ষে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমাদের জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা আদর্শস্থানীয় বানাতে চান। অতএব জামা'তের বিচারবুদ্ধি, প্রজ্ঞা এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে যারা অংশ আখ্যায়িত হতে পারে যেমন আমি বলেছি, তারা হল সেসব লোক যারা আনসারদের বয়সে উপনীত হয়েছেন। অতএব ইবাদতের মানের দিক থেকেও এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং অন্যান্য নেকী বা পুণ্যের দিক থেকেও আনসারুল্লাহ্‌ই সেই সংগঠন হওয়া উচিত যারা আদর্শস্থানীয় হবে আর এটি তখনই হতে পারে যখন মানুষের হৃদয়ে তাকওয়া বিচরণ করবে। তবেই এমন মানুষের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, মানুষের ইবাদতের এবং উন্নত নৈতিক চরিত্রের মান প্রতিষ্ঠিত হয়। তবেই এমন ব্যক্তি প্রকৃত আনসার হিসেবে গণ্য হতে পারে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ কারণে নিজ মান্যকারীদের বহু স্থানে অনেক বেদনার সাথে তাকওয়ার পথে চলার বিষয়ে বারবার নসীহত করতে থেকেছেন কেননা তাকওয়া হল একটি মৌলিক জিনিস। অতএব এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা অনুগ্রহকারী। অতএব আমাদের প্রত্যেকে যেন নিজেদের যাচাই করে দেখে যে, আমাদের মাঝে কতটা তাকওয়া রয়েছে। আর আমাদের অনুগ্রহ করার মান কীরূপ? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাদেরকে মুহসিনূনদের মাঝে গণ্য করা হয় অর্থাৎ অনুগ্রহকারীদের মাঝে গণ্য করা হয়। অনুগ্রহ করার মান কী? আমরা যখন এই শ্লোগান উচ্চারণ করি যে, আমরা হলাম আনসারুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারী, তাঁর ধর্মের সাহায্যকারী, তবে এই বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ যেন তাকওয়া থাকে এবং আমরা অনুগ্রহকারীও হই। আল্লাহ্ তা'লার আমাদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি সকল শক্তির উৎস বা মালিক। এটিই হল তাঁর একান্ত অনুগ্রহ যে, তিনি একটি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছেন আর এই ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে বলেছেন যে, তোমরা এই ব্যবস্থাপনার অংশ হয়ে যাও এবং আমার ধর্মের সাহায্যকারী হয়ে যাও, তাহলে আমি মনে করব যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সাহায্যকারী। কিন্তু এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, আমি অর্থাৎ (আল্লাহ্ তা'লা) শুধু তাদেরকেই ধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করব যারা তাকওয়াকে অবলম্বনকারী এবং অনুগ্রহকারী। তাকওয়া কী জিনিস? তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা এবং তাঁর ভীতি, তাঁর ভয় হৃদয়ে থাকবে এবং প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে সে এটি চিন্তা করবে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। আর অনুরূপভাবে অনুগ্রহকারী হল তারা যারা নেকীর বিষয়ে অবগত থাকে এবং নেকী করে বা পুণ্যকর্ম করে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমি তোমাকে তখনই নিজের সাহায্যকারী হিসেবে মনে করব যখন তোমাদের মাঝে তাকওয়া থাকবে। আর তোমাদের প্রত্যেকটি আমল তথা কর্ম এবং ধ্যান-ধারণা নেকীর ওপর ভিত্তি করে হবে, তবেই আমি তোমাদের কর্মকাণ্ডে বরকত সৃষ্টি করব, আমি তোমাদের সাথে দণ্ডায়মান হব, তোমরা ধর্মের সেবার জন্য যে কাজই করবে তাতে সফলতা দান করব। যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ না থাকে তাহলে মানুষের কিইবা মূল্য রয়েছে যে, সে দাবি করবে– আমি হলাম আনসারুল্লাহ্। আমরা তো আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ব্যতিরেকে একটা নিঃশ্বাসও গ্রহণ করতে পারি না। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করব এবং আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে তবে শর্ত হল, তোমরা তাকওয়ার ওপর বিচরণ করবে, সৎ পথে চলবে এবং নেকী বা পুণ্য কর্ম করবে। তাহলে আমাদের কাজ যা আমরা আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে করব সেগুলোর এমন পূর্ণ ফলাফল সৃষ্টি হবে যে, দেখা যাবে– আসলেই আমরা আনসারুল্লাহ্ এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাজে অসাধারণ বরকত সৃষ্টি করবেন। অতএব এটি হল সেই ধ্যান-ধারণা যা আমাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেক নাসেরের থাকা উচিত কেননা এটি

ছাড়া আমাদের বয়আত করার কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় এই নসীহত করেছেন যে, আমাদের জামা'তের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষত এই ধারণায়ও যে তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে আর তার হাতে তারা বয়আত করেছে যার দাবি প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার। যেন সেসব লোক যারা যেকোনো ধরনের বিদ্বেষ ঘৃণা বা শিরকে লিপ্ত ছিল বা যতই জগতের প্রতি আসক্ত হোক না কেন তারা সেসব বিপদ থেকে মুক্ত হয়। যেক্ষেত্রে আমাদের শ্লোগান **'নাহনু আনসারুল্লাহ্'** অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যকারী সেক্ষেত্রে নিজেদের আত্মাকে সর্বপ্রথম পাক-পবিত্র করতে হবে যেন এরপর সেই মসীহ্ মাওউদের সাহায্যকারী হয়ে জগদ্বাসীকে মন্দ এবং শিরক থেকে পবিত্র করতে পারি এবং খোদার নূরে তাদেরকে আলোকিত করতে পারি যার জন্য খোদা তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যদি আমাদের নিজেদের হৃদয়ই জাগতিক কলুষতা এবং নোংরামি এবং লালসায় নিপতিত থাকে তাহলে আমরা জগদ্বাসীর সংশোধন কীভাবে করতে পারি? অতএব এখন যুগের সাথে যুক্ত হয়ে আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব এটি হবে যে, জগদ্বাসীকে এক খোদার সামনে বিনত করা এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকা তলে একত্রিত করা। অতএব এর জন্য আমাদেরকে নিজেদের মাঝে উঁকি দিয়ে দেখতে হবে যে, আমরা কীরূপ আনসারুল্লাহ্ হয়েছি? নিজেদের অভ্যন্তরকে যাচাই করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার জামা'ত এটি জেনে নিক যে, তারা আমার কাছে এসেছে এই উদ্দেশ্যে যেন বীজ বপন করা হয় যার ফলে তারা এক ফলবান বৃক্ষে পরিণত হবে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের প্রতি মনোযোগ দিক বা দৃষ্টি দিক যে তার অভ্যন্তর কেমন? আর তার বাহ্যিক রূপই বা কেমন? তিনি (আ.) বলেন, যদি আমাদের জামা'ত খোদা না করুন এমনই হয়ে থাকে যে তাদের মুখের কথা এক আর তাদের হৃদয়ের অবস্থা ভিন্ন তাহলে শুভ পরিণতি হতে পারে না। এই বয়সে উপনীত হয়ে মানুষের মুখে যদি কিছু থাকে আর হৃদয়ে ভিন্ন কিছু থাকে তাহলে শুভ পরিণতি হবে না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন, একটি জামা'ত যারা অন্তরের দিক থেকে শূন্য এবং কেবল মৌখিক দাবি করে থাকে সেক্ষেত্রে তিনি গানী অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী, তিনি কোনো পরোয়া করেন না। অতএব আমরা প্রকৃত আনসার তখন হতে পারব যখন উন্নত বীজে পরিণত হব আর উন্নত মানের বীজ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালন করা এবং যুগের ইমাম এবং প্রত্যাদিষ্টের পূর্ণ আনুগত্য করা একান্ত আবশ্যক। আর যখন এটি হবে তখন আমরা সেই বীজের সেই ফলবান বৃক্ষ হতে পারব যা পৃথিবীকে নেকীর ফল খাওয়াবে। আমাদের কথা এবং কর্ম এক হওয়া একদিকে যেমন আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রদান করবে, অপরদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সংশোধনেরও মাধ্যম হবে আর আমরা আশ্বস্ত থাকবো যে, আমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততির মাঝেও তাকওয়া এবং নেকীর মূল স্থাপন করে যাচ্ছি। সেই যোগসূত্র সৃষ্টি করে যাচ্ছি যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্ম খোদা তা'লার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সেই ফলবান বৃক্ষে পরিণত হবে যেগুলোতে নেকী বা পুণ্যের ফল ধরে। অনুরূপভাবে জগদ্বাসীকেও এক খোদার দিকে নিয়ে আসার কারণ হবে যেন যুগের প্রত্যাদিষ্টের প্রকৃত আনসার হতে পারে, সাহায্যকারী হতে পারে। অতএব বিষয়টিকে যত খোলা হবে তত বেশি আমরা অনুধাবন করব যে, আনসারুল্লাহ্‌র গুরুত্ব কতটুকু আর আমরা নিজেদের অঙ্গীকারকে কীভাবে পালন করব? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে নিজের বক্তব্যের মাঝে এবং সভাসমূহে এত দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি তাঁর মান্যকারীদের কীরূপ মানে উপনীত দেখতে চেয়েছেন আর এটিই সেই মান যা জামা'তের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এক উপলক্ষে নসীহত করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সর্বদা দেখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করেছি। এর মানে হল, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে পড়, অনুধাবন কর, তাঁর নির্দেশের ওপর আমল কর; তবেই বুঝতে পারবে যে, নেকীর ক্ষেত্রে আমরা কতটা উন্নতি করেছি। আমাদের সামনে এক বিধান বা কর্মপন্থা রয়েছে যার নাম কুরআন। এরপর তিনি বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকির বৈশিষ্ট্যের মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য এটিও রেখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে জাগতিক নোংরামি থেকে পবিত্র করে নিজেই তার তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান তিনি (আ.) বলেন যে, মুত্তাকীর আলামত বা চিহ্ন কী? বহু চিহ্ন রয়েছে। একটি চিহ্নের উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন যে, যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তার জন্য তিনি নাজাত বা মুক্তির কোনো না কোনো পথ খুলে দেন আর তাকে সেখান থেকে রিযিক প্রদান করেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে ভয় করে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বিপদের সময় তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেন আর তার জন্য এমন রিযিকের উপকরণ সৃষ্টি করেন যে, তার ধ্যান-ধারণাতেও তা আসতে পারে না। অর্থাৎ এটিও মুত্তাকীর একটি বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন। মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি বৈশিষ্ট্য তিনি এটি উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকিদের অনর্থক প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী করেন না। অতএব এটি অনেক চিন্তাভাবনার বিষয়। অনেক মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন। সাধারণত আমরা দেখি যে, জগতে মানুষ এমন বয়সে যখন উপনীত হয় অর্থাৎ এই বৃদ্ধ বয়সে যখন উপনীত হয় যখন তাদের সন্তানরাও বড় হতে থাকে, তখন সন্তানদের বিষয়ে অনেক চিন্তা থাকে, তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যয়ের জন্য অনেক বেশি চিন্তা থাকে। ৪০ বছর বয়সটি এমন যখন এসব চিন্তা-ভাবনা বেশি আরম্ভ হয় আর কতিপয় লোক যারা জাগতিকতায় মত্ত থাকে বা খোদা তা'লার প্রতি ভরসা যাদের কম

থাকে তারা এসব ব্যয়ভার বহনের জন্য বিভিন্ন ছলচাতুরি এবং বিভিন্ন পন্থা অন্বেষণ করে– তা বৈধ হোক বা অবৈধ। যা অনেক সময় অবৈধও হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা সাধারণত দেখে থাকি যে, নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজেদের সন্তানদের খরচ নির্বাহের জন্য, ঘর ক্রয় করার জন্য বা অন্য কোনো জাগতিক বাসনা পূরণের জন্য অনেক মানুষ নিজেদের ট্যাক্স অবৈধভাবে ফাঁকি দিয়ে থাকে আর অন্যান্য প্রতারণা করারও চেষ্টা করে থাকে, এমনকি কতিপয় আহমদীও এমনটি করে থাকে। আর শুধু জাগতিক দিকেই নয় বরং চাঁদার ক্ষেত্রেও তারা নিজেদের উপার্জন ভুল লেখায়। অথচ চাঁদার ক্ষেত্রে তাদের জন্য স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, শর্ত অনুযায়ী চাঁদা দিতে না পারলে ছাড় গ্রহণ করুন। কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, জোর-জবরদস্তি করে চাঁদা নেয়া হবে এবং বলে দিন যে, আমি নিজ পরিস্থিতির কারণে শর্ত অনুযায়ী চাঁদা দিতে পারব না কিন্তু যাতে ভুল বা মিথ্যা বর্ণনা না করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমাদের মাঝে তাকওয়া থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং ব্যবস্থা করে দিবেন বা স্বল্পের মাঝেই এমন বরকত তিনি দান করবেন যে, অসাধারণভাবে ব্যয় পূরণের উপকরণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর এগুলো শুধু মুখের কথা নয় বরং বহু আহমদী এমন রয়েছেন যারা আমাকে লিখে থাকেন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করেছি আর আল্লাহ্ তা'লা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের জন্য এমন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন ফলে আমাদের ব্যয় পূর্ণ হয়ে গেছে, আমাদের আর্থিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে। এমন বহু ঘটনা রয়েছে। আমি যেমনটি বলেছি, আমার কাছে সেগুলো রয়েছে। এখন সময় নেই যে, আমি সেগুলো এখানে বর্ণনা করব কিন্তু বিভিন্ন সময় আমি বর্ণনা করে থাকি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে স্বয়ং এর উদাহরণ দিয়েছেন যে, কতিপয় লোক মনে করে যে, মিথ্যা বলা ছাড়া কাজ সমাধা হতে পারে না তাই একদিকে তারা মিথ্যা বলে আর এরপর হঠকারিতা করে নিজেদের নিরুপায় হওয়ার কথা আমাদের সামনে বলে যে, এজন্য আমরা মিথ্যা বলেছিলাম। খুবই হঠকারিতা করে তারা এই কথা বলে দেয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এই বিষয়টি মোটেই সঠিক নয় বরং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এটি কীভাবে হতে পারে যে, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার উপকরণ সৃষ্টির অঙ্গীকার করবেন আর অন্যদিকে কাউকে বলবেন যে, তুমি মিথ্যা বলো এবং নিজে এই বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ কর। এটি খোদা তা'লার জন্য সমীচীন নয়। যে খোদার ওপর আমরা বিশ্বাস করি সেই খোদার ক্ষেত্রে এটি শোভা পায় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এটি ভেবো না যে, আল্লাহ্ তা'লা দুর্বল বরং তিনি খুবই শক্তিশালী। যখন তার ওপর কোনো বিষয়ে ভরসা করবে তখন তিনি অবশ্যই তোমার সাহায্য করবেন। অর্থাৎ যে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে সেক্ষেত্রে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। অতএব আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা প্রয়োজন আর এই তাওয়াক্কুল তাকওয়া ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। এটি মৌখিক কথা নয়, মুখে বলে দিলাম যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করি বরং তাকওয়ার উন্নত মান অর্জন করা প্রয়োজন, নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা প্রয়োজন, নিজেদের নৈতিক চরিত্রকে অন্যতম মানে উপনীত করা প্রয়োজন, অন্যদের অধিকার প্রদানের দিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন। অতএব আমরা যদি নিজেদের অবস্থায় প্রকৃত অর্থে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারি যখন ধর্ম জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য পাবে তখন এটি হল সেই প্রকৃত তাকওয়ার মান ও মর্যাদা যখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, যারা এসব আয়াতের পূর্ববর্তী সম্বোধিত ছিলেন তারা সবাই ধার্মিক ছিলেন। তাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ধর্মের জন্য ছিল এবং জাগতিক বিষয় তারা খোদার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই খোদা তা'লা তাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীদের পথের সমস্ত জাগতিক বাধা দূর করে দেন যেগুলো তার ধর্মের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অতএব যদি জাগতিক কাজের পরোয়া না করে নামায সময়মত আমরা আদায় করি, অনুরূপভাবে জাগতিক কাজকে প্রাধান্য না দিয়ে ধর্মের কাজকে প্রাধান্য প্রদান করি তাহলে সমস্ত শক্তির উৎস খোদা তা'লা বলেছেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমাদের দুশ্চিন্তা আমি দূর করে দিব। অতএব মানুষ খোদা তা'লার কী সাহায্য করবে? আল্লাহ্ তা'লা হচ্ছেন সেই সত্তা যিনি আমাদেরকে ধর্মের সেবা করার তৌফিক দিচ্ছেন, আমাদের নেকী বা পুণ্যের প্রতিদান দিচ্ছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করছেন আর এরপর এই সমস্ত নেয়ামত দানের পরও আমাদেরকে নিজ ধর্মের সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত করছেন। এটিও তিনি ঘোষণা করেছেন যে, কতটা অনুগ্রহশীল আমাদের খোদা, কতটা দয়ালু আমাদের খোদা যার ধারণা বা কল্পনাও আমরা করতে পারি না। অতএব আমাদের উচিত, আমরা যেন খোদা তা'লার প্রকৃত বান্দা হয়ে তাঁর নির্দেশনাসমূহ পালন করে তাকওয়ার পথে পদচারণা করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করি এবং এটি আমাদের প্রকৃত আনসার হওয়ার মূলমন্ত্র। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন। (এখন দোয়ায় যোগ দিন)

হুযূর (আই.)-এর ভাষণের পর ৫.১৪ মিনিটে হুযূর দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার পর হুযূর (আই.) লাজনা ইমাইল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের ইজতেমার উপস্থিতির সংখ্যা সংশোধন করে বলেন, লাজনাদের উপস্থিতি ৬৮৩০ জন। অতঃপর হুযূর (আই.) ৫.১৬ মিনিটে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ বলে ইজতেমা গাহ থেকে বিদায় নেন।

*[(প্রস্তুতকরণে: **পাক্ষিক আহ্‌মদী ডেস্ক**)*
(তথ্যসূত্র: www.alfazal.com)]

তাহরীকে জাদীদ-এর ৫০০০ সৈন্য

মূলঃ আওয়াব সাদ হায়াত

প্রথম দিন থেকেই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সাফল্যের পর সাফল্য প্রত্যক্ষ করছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ এটি আল্লাহ্ তা'লার জামা'ত এবং তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। কোনো পার্থিব শক্তি এর উন্নতিতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

১৯৩৪ সালে জামা'ত যখন পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর যাত্রা শুরু করেছিল তখন হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জানতে পারেন যে, জামা'তের কিছু বিরোধী এবং সরকারের কিছু কর্মকর্তা জামা'তের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার ষড়যন্ত্র করছে। হুযূর বুঝতে পেরেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য জামা'তের অগ্রগতির জন্য ক্ষতির কারণ। তারা জামা'তকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াসে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র করেছে।

সেসময় কাদিয়ানকে নিশ্চিহ্ন করার দাবি করা হচ্ছিল। কাদিয়ানের পবিত্র স্থানগুলির ব্যাপারে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল যেমন– বেহেশতে মাকবেরাহ (যেখানে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে সমাহিত করা হয়েছে)।

সেই দিনগুলো ছিল জামা'তের সদস্যদের জন্য খুব কষ্টকর। তখনই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঐশ্বী সহায়তা প্রদানের জন্য সপ্তম আসমান থেকে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি, জামা'তের ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মসীহের দ্বিতীয় খলীফা (রা.)-কে প্রেরণ করেন এবং একটি স্কিম প্রকাশ করেন যা বিরোধীদের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে আর এটির নাম 'তাহরীকে জাদীদ'।

শুরুতেই হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই স্কিমে যোগদানের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় দাবি বা চাহিদা পূরণ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। হুযূর (রা.) বলেছেন যে,

১) সরল জীবন যাপন করুন।
২) বিরোধীদের ভুল ও নোংরা সাহিত্যের জবাব প্রস্তুত করুন।
৩) বিদেশের মাটিতে অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকার প্রচেষ্টা করুন (অর্থাৎ দাওয়াতে ইলাল্লাহ্)।
৪) এই বিশেষ স্কিমে আর্থিকভাবে সহায়তা করুন।
৫) দাওয়াতে ইল্লাল্লাহ্‌র কাজে অংশ নিন।
৬) নিজেদের অবসর সময় ধর্ম সেবার কাজে উৎসর্গ করুন।
৭) ধর্মসেবায় জীবন উৎসর্গ করবে এমন যুবকদের অন্তর্ভুক্ত করুন।
৮) ধর্মসেবায় ছুটির দিনগুলো কাজে লাগান।
৯) (যারা পারেন) বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিন।
১০) একটি স্থায়ী রিজার্ভ ফান্ড প্রতিষ্ঠা করুন।
১১) পেনশনভোগী ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উচিত ধর্মসেবায় আত্মনিয়োগ করা।
১২) ছাত্রদের শিক্ষা ও তরবিয়তের লক্ষ্যে মরকযে (কাদিয়ানে) পাঠান।
১৩) (যারা পারে) তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্দেশনা চাওয়া উচিত।
১৪) যারা বেকার তাদের উচিৎ চাকুরি খোঁজা, অর্থ উপার্জন করা এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র পথে ডাকা।
১৫) নিজ হাতে কাজ করার অভ্যাস করুন।
১৬) (বেকারদের উচিত) যেকোনো চাকুরি খোঁজা, তা যত ছোটই হোক না কেন।
১৭) মরকযে (কাদিয়ান) বাড়ি নির্মাণ করুন।
১৮) বিশেষ করে তাহরীকে জাদীদ-এর উদ্দেশ্য সফলতার জন্য দোয়া করুন।
১৯) ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
২০) সমাজে সততা প্রচার করুন।
২১) নারীর অধিকার রক্ষা করুন।
২২) রাস্তাঘাটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
২৩) 'আহমদীয়া দারুল কাযা' প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।
২৪) ধর্মের খাতিরে নিজেদের সন্তানদের উৎসর্গ করুন।
২৫) ব্যক্তিগত সম্পদ এবং আয় ত্যাগে অংশ নিন।
২৬) হিলফুল ফুজুলের অনুরূপ শপথ করুন যাতে আপনারা অন্যের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হতে পারেন এবং ন্যায়বিচার ও সততা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

চরম দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও জামা'তের সদস্যরা অবিলম্বে তাদের ইমামের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাদের ধনসম্পদ দিয়েছিলেন। তারা অবিশ্বাস্য আত্মত্যাগ করেছিলেন এবং তা

ধারাবাহিকভাবে করছিলেন। তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) জামা'তকে বিস্তৃত দানের জন্য ২৭,৫০০ রুপির তাহরীক করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) একবার বলেছিলেন,

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই প্রিয় জামা'ত তিন বছরে সাতাশ হাজার রুপির পরিবর্তে প্রথম বছরেই এক লক্ষ রুপি উপস্থাপন করে। (অথচ এই সাতাশ হাজার রুপি তিন বছরে জমা করার কথা ছিল) আর (জামা'ত) তিন বছরে চার লক্ষাধিক রুপি কুরবানী করে। আমরা আজ এই রুপির কথা কল্পনাও করতে পারি না। প্রথমত, রুপির মূল্যমান আজকের দিনের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত, জামা'তের সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা এমন ছিল না যাতে বলা যেতে পারে, হয়তো ধনাঢ্য ও বিত্তশালী ব্যক্তিরাই কুরবানী করেছে।"

"না! বরং এসব মানুষ দুই আনা, চার আনা, দুই-এক রুপি করে এনে জমা করতো আর নিজেদের সংখ্যাই বেশি ছিল। তাদের পেট কেটে, বাচ্চাদের শুকনো রুটি খাইয়ে এই কুরবানী করা হয়েছিল। যেহেতু খোদার খলীফা আজ আমাদের ডাক দিয়েছেন– আমার সাহায্যকারী হয়ে এসো! তোমাদের জীবন আরও সাদাসিধা কর। তোমাদের প্রয়োজনীয় অর্থ থেকে আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর, আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী কর, আল্লাহ্‌র খাতিরে দাও। কেননা শত্রু আজ কাদিয়ানের একেকটি ইট খুলে নেয়ার ষড়যন্ত্র করছে, আহমদীয়াতের মূলোৎপাটন এবং পবিত্র স্থানগুলো অবমাননা করার দূরভিসন্ধি করছে।

"সুতরাং এই হল তৎকালীন আহমদীদের আর্থিক অবস্থা যা দিয়ে তারা মস্ত বড় কুরবানী করেছেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাদের কাছে যা দাবি করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মসেবায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা এর চেয়ে ১৪-১৫ গুণ বেশি অর্থ জমা করে যুগ খলীফার চরণে রেখে দেন। অধিকাংশই খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে তারা এই কুরবানী করেছেন।"

"আসলে তাঁরা হলেন এমন মানুষ যারা আর্থিক সঙ্গতি কম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার পথে অর্থ ব্যয় করেছেন। তাঁরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন ফলে ভারতবর্ষের বাইরে আহমদীয়াতের বার্তা সুনিপুণভাবে প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছে। তাঁদের মাঝে কতক এমন যাদেরকে বিদেশে কারাযন্ত্রণা সইতে হয়েছে (কারাবন্দিও হয়েছেন)।"

"মোটকথা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই তাহ্‌রীক করেন যেকারণে তাঁরা সীমাহীন ত্যাগস্বীকার করেছেন। আর আজ আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীয়াতের উন্নতির যে চিত্র দেখতে পাচ্ছি তা সেসব ব্যক্তির আত্মত্যাগেরই ফল।"

"জামা'তের উন্নতি ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্তিগতভাবেও তাদের কুরবানীকে বিনষ্ট করেন নি। তাঁরা তখন যে কয়েক আনা ও কয়েক রুপি করে কুরবানী করেছিলেন তাদের মাঝে অধিকাংশেরই সন্তান আজ অত্যন্ত স্বচ্ছল এবং ভাল অবস্থায় আছেন। তারা লাক্ষ লাক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। আর্থিকভাবে বেশ ভাল অবস্থানে রয়েছেন। তাদের মধ্যে কতক সম্ভবত এমনও হয়ে থাকবে যারা তৎকালীন তাহ্‌রীকে জাদীদের মোট বাজেটের সমপরিমাণ অঙ্ক বর্তমানে ব্যক্তিগত চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। কিন্তু তাদের (পূর্ববর্তীদের) কুববানি ভোলার নয়।"
(জুমুআর খুতবা, ৫ নভেম্বর ২০০৪)

সেই যুগে যারা ধারাবাহিকভাবে আর্থিক কুরবানী করেছিলেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি দিব্যদর্শনের সাথে সাদৃশ্য রাখেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি দিব্যদর্শন সম্পর্কে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন,

"যারা এই স্কিমে বারবার অংশ নিয়েছে তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই দিব্যদর্শনের জীবন্ত মূর্তপ্রতীক যা ১৮৯১ সালে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দেখিয়েছিলেন। এই দিব্যদর্শনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে ৫০০০ সৈন্য দেওয়া হয়েছিল।"

"এই স্কিমে যারা অংশ নেন তারা সৌভাগ্যশালী। এই ৫০০০ সৈন্যের নাম ইসলামের ইতিহাসে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে চিরকাল জীবিত থাকবে।"

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরও বলেন,

"কিন্তু এই ৫০০০ সৈন্যের জন্য একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আমাদের। কারণ এই স্কিমে অংশগ্রহণকারীদের এটি অধিকার, তাদেরকে যেন শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ রাখা হয় এবং নিরন্তর তাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়।"

এরপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ২৩ জানুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে তাহরীকে জাদীদ-এর বিষয়ে বলেন,

"এখন এই ১৯ বছর সময়কালটি শেষের দিকে ঘনিয়ে আসছে যা একটি অসাধারণ সময় ছিল। যদিও আমরা পরেও এটির জন্য চাঁদা দিব, কিন্তু সেই সময়কালটি শেষ যেখানে আমরা নিজেদেরকে 'সাবিকুনাল আওয়ালুন' এবং 'দফতর আওয়াল' বলে অভিহিত করেছি। এটি একটি যুগের সমাপ্তি। অতএব আমার দৃষ্টিতে এই ১৯ বছরের সময়কালটি শেষ হওয়ার পর তাদের আত্মত্যাগের রেকর্ড বা প্রমাণ বজায় রাখার জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা উচিৎ যাতে অন্যদের জন্য তাদেরকে একটি উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। ঐ লোকদের নাম উল্লেখ করা উচিত যারা ইসলাম প্রচারে সহায়তা

করেছে এবং এই উদ্দেশ্যে তারা যে পরিমাণ অর্থ দান করেছে তা-ও উল্লেখ করা উচিৎ।"

"ভবিষ্যতেও এই ৫০০০ সৈন্যের নামসমূহ সংরক্ষণ করার জন্য একই রকম পরিকল্পনা করা উচিৎ যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদেরকে অনুসরণ করতে পারে এবং যাতে আমরা এই সৈন্যদেরকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করতে পারি। যাহোক, আপনাদের মনে রাখা উচিৎ, এই চাঁদা সারা জীবনের জন্য এবং এই স্কিমটি চিরকাল জীবিত থাকবে।"

এ নির্দেশ পালনে 'তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান'-এর পক্ষ থেকে চৌধুরী বরকত আলী খান সাহেব (ওয়াকিলুল মাল) রাবওয়ার নুসরত আর্ট প্রেস থেকে ৫০০ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশ করেন যার মধ্যে প্রত্যেক অবদানকারীর নাম, তাদের বাসস্থান এবং তাদের কুরবানীর বিবরণ রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পরিবারের সদস্যদের কুরবানী উপস্থাপন করার পর তাহরীকে জাদীদ-এর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কর্মী, রাবওয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং রাবওয়ার আশেপাশের বিভিন্ন মহল্লার অবদানকারীদের একটি তালিকা তৈরি করা হয়।

কাদিয়ান ও পূর্ব পাঞ্জাব (ভারত)-এর বিবরণ দেওয়ার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে যেমন– করাচি, ঝাং, সিয়ালকোট, লাহোর, শেওপুরা, গুজরাঁওয়ালা, লায়লপুর, সারগোদা ইত্যাদি।

এরপর পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) অবদানের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর ইয়াংগুন, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ, সিকান্দারাবাদ, মালাবর, কলম্বো, কাশ্মীর ইত্যাদি।

শেষের দিকে, ইন্দোনেশিয়া, নাইরোবি, টাঙ্গানিকা, মোম্বাসা, মরিশাস, ইথিওপিয়া, লেবানন, মিশর ইরাক, ফিলিস্তিনের মত দেশগুলির বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

এশিয়ার অবদান উল্লেখ করার পর আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহে বসবাসকারী আহমদীদের কুরবানীর তালিকা প্রদান করা হয়।

১৯৮২ সালে আর্থিক কুরবানীর ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ জুমুআর খুতবা প্রদানের পরিশিষ্টে এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) 'দফতর আওয়াল'-এর বংশধরদের সম্বোধন করে বলেন,

"এমন একজনকে কীভাবে মৃত মনে করা যেতে পারে যার চাঁদা এখনও দেওয়া হচ্ছে? একারণে দফতর আওয়ালকে পুনর্গঠন করা উচিৎ। এটা আমার ইচ্ছা যে, দফতর আওয়াল চিরকালের জন্য খোলা থাকবে এবং যারা ইসলামের উদ্দেশ্যে শীর্ষস্থানীয় সেবা করেছে তাদের নাম কেয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় থাকুক। তাদের বংশধরের উচিৎ তাদের নামে কুরবানী করতে থাকা এবং এমন দিন যেন না আসে যেদিন আমাদের বলতে হবে যে, প্রথম সারির মানুষরা মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আত্মত্যাগের মাধ্যমে জীবিত এবং চিরস্মরণীয়।"

একই প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ৫ নভেম্বর ২০০৪ তারিখের জুমুআর খুতবায় বলেছেন:

"তাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছিলেন, তাহ্‌রীকে জাদীদের শুরুর দিকে কুরবানীকারীদের খাতাকে যেন কেয়ামত পর্যন্ত চালু রাখা হয় আর তাদের সন্তানরা যেন এই কাজ নিজেদের ওপরে নিয়ে নেয়, এই গুরুদায়িত্ব পালন করে এবং তাদের খাতাকে যেন চিরজাগরুক রাখে। সেই পাঁচ হাজার মুজাহেদীনের খাতা যেন বন্ধ করা না হয়।...

"(এ উদ্দেশ্যে) এগিয়ে আসুন এবং আপনাদের যেসকল পূর্বপুরুষ কুরবানী করেছিলেন তাদের এই বন্ধ খাতাকে পুনরায় চালু করুন। রেজিষ্টার খাতায় তাঁদের নাম থাকতে হবে। তাঁদের নামে চাঁদা আদায় অব্যাহত রাখতে হবে। পরিমাণে তাঁদের চাঁদা সামান্যই ছিল কিন্তু তাঁদের নাম অবশ্যই থাকতে হবে আর তা কেয়ামত পর্যন্ত থাকতে হবে।"

"এই খাতগুলো পুনরায় খোলা কঠিন কাজ নয়।.... বর্তমানে অনেকেরই আর্থিক অবস্থা এমন যে তাদের পক্ষে পূর্বপুরুষদের নামে আবার চাঁদা দেয়া কোনো সমস্যাই নয়।"

"মোটকথা তাহরীকে জাদীদ বিভাগ হুযূরকে এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিল আর সেই পাঁচ হাজার মুজাহেদীনের মধ্যে তিন হাজার চারশ' জনের খাতা পুনরায় চালু করা হয়েছে আর তাদের নামে চাঁদা দেয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু মানুষের এদিকে অমনোযোগিতার কারণে অথবা কিছু ব্যক্তির বাইরে (পাকিস্তান থেকে ইমিগ্রেশন করে) চলে যাওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে এদিকে মনোযোগ কমে গেছে। বাইরে এসে কতক তাদের পূর্বপুরুষের নামে দিয়ে থাকতেও পারে কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে এই আদায়গুলো তাদের পূর্বপুরুষের নামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। আর হলেও তা কেন্দ্রে হয় না কেননা যেখানে রেকর্ড রয়েছে সেখানে লিপিবদ্ধ করা হয় না।"

"সম্ভবতঃ আপনি আপনার পূর্বপুরুষের নামে চাঁদা আদায় করে যাচ্ছেন আর আপনার নামে এই আদায় অন্তর্ভুক্তও করা হয়। .... সবচেয়ে সহজ উপায় হল, যেহেতু কেন্দ্রে রেকর্ড রয়েছে তাই এমন বুযূর্গদের সন্তানরা যদি তাদের পূর্বপুরুষদের নামে খাতাগুলো আবার খুলতে চান তবে রাবওয়াতে যোগাযোগ করুন আর জানুন যে, তাদের কী পরিমাণ অঙ্ক চাঁদা ছিল, কী পরিমাণ প্রতিশ্রুতি ছিল আর সেখানেই তা আদায়ের চেষ্টা করুন যেন রেকর্ড ঠিক থাকে। ....

হিসাবগুলো টোকেন হিসেবে জীবিত রাখা উচিত। .... আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের সকল সন্তানদেরকে সেই তৌফিক দান করুন।" *(খুতবাতে মাসরূর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯৫)*

তাহরীকে জাদীদ-এর ৫০০০ সৈন্যের নাম অনুসন্ধান করতে লগইন করুন:

ইংরেজি– *www.alislam.org/tj/panch-hazar-mujahedeen-daftar-awal.pdf*

উর্দু– *www.alislam.org/tj/Panch-Hazari-Mujahideen.pdf*

বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে বসবাসকারী আহমদীরা সহজেই তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারা এই মহৎ সেনাবাহিনীর অংশ ছিল তা খুঁজে বের করতে পারবে যাতে তাদের নাম এবং আত্মত্যাগকে অবিস্মরণীয় করে রাখা যায়।

আমরা যতই শক্তিশালী হচ্ছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি, ততই আহমদীয়া বিজয়ের পর বিজয় দেখতে পাচ্ছি। তবে মহান জাতি কখনও তাদের অতীত ভুলে যায় না। একইভাবে আমরা অবশ্যই আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে অবিস্মরণীয় করে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করব কেননা বর্তমানে আমরা যা-ই ভোগ করছি তা নিশ্চিত করার জন্য তারা সর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলেন।

নিম্নে বাংলাদেশের কুরবানীকারীদের নাম উল্লেখ করা হল।

04580 ABDUL BARI SHAH HAKEEM
04581 ABDUL JALEEL ISHRAT BABO LAHORE
04613 ABDUL LATIF MAJOR
04614 ABDUL LATIF MAULVI ZARATI FARM
04634 ABDUL MUTLIB MAULVI
04611 ABDUL SAMD KHAN DOCTOR
04601 ABDUL SAMI
04585 ABDUL SHAKOOR SYED
04605 ABU EISA
04609 ABU HAMID MUHAMMAD ALI SYED
04624 ABU MUHAMMAD HASAM UL DIN HAIDER
04604 ABU MUSA
04606 ABU TAHIR
04588 AMNA BEGUM W/O MUHAMMAD ANWAR CH
04590 ANEESA KHATOON
04586 ARIF ZAMAN MAJOR NAZIR AMOOR AAMA
04633 ATA UL REHMAN KHAN BAHADUR
04617 BUSHRA BEGUM SYEDA W/O SAEED AHMAD
4594A DADA OF ANWAR AHMAD MALIK
04592 DOLAT AHMAD KHAN KHADAM MAULVI
04584 FAZAL KAREEM MAULVI
04600 GHULAM AHMAD KHAN MAULVI CHOK BAZR
04595 GHULAM MOULA KHADAM MAULVI
04602 GHULAM UL REHMAN MUNSHI
04591 HUSSAINI KHATOON W/O M.MUSA DOCTOR
04632 JAHN MAHBOOB
04621 KHALIL UL REHMAN KHADAM QAZI
04631 MAHBOOB ALI MIR
04589 MAHBOOB UL REHMAN CH
04610 MAHMOODA BEGUM W/O ABU HAMID
04598 MAHMOODA BEGUM W/O MUSLAH UL DIN
04612 MASOODA KHATOON W/O ABDUL SAMD
04626 MUBARAK ALI MAULVI SADAR BOGRA
04618 MUHAKIM DIN KHOWAJA BOOT MARCHANT
04577 MUHAMMAD ABDUL HAFEEY
04628 MUHAMMAD ABDUL SUBHAN
04587 MUHAMMAD ANWAR KAHALOON CH
04594 MUHAMMAD ANWAR MALIK
04575 MUHAMMAD ASGHAR HUSSAIN DOCTOR
04629 MUHAMMAD AZEEM UL DIN MAULVI
04593 MUHAMMAD DAUD SH GLOBE MOTOR CO.
04582 MUHAMMAD MUSA DOCTOR
04576 MUHAMMAD SADEEQ SH
04625 MUHAMMAD SAHIB MAULVI SADAR KAMELA
04608 MUHAMMAD TAYEEBULLAH HAFIZ
04597 MUSLAH UL DIN SADI CH
4594B NANA OF ANWAR AHMAD MALIK
4594C NANI OF ANWAR AHMAD MALIK
04583 NASIR ALI CH
04620 SAEED AHMAD HAWALDAR CLERK
04616 SAEED AHMAD SYED
04623 SAMAS UL DIN HAIDER MIR POLICE
04603 SAMAS UL NISA BEGUM
04615 SAMAS UL REMAN MAULVI
04596 W/O GHULAM MOULA KHADAM MAULVI
04622 W/O KHALIL UL REHMAN QAZI
04627 W/O MUBARAK ALI MAULVI
04619 W/O MUHAKIM DIN KHOWAJA
04578 W/O MUHAMMAD ABDUL HAFEEY
04630 W/O MUHAMMAD AZEEM UL DIN MAULVI
04607 WALI UL NISA
04599 YUSAF ALI MUHAMMAD
04579 ZIL UL REHMAN MAULVI

তাহরীকে জাদীদ-এর ৫ হাজার সৈন্য জিন্দাবাদ! প্রতিটি দিন যেন ইসলাম আহমদীয়াতের খেদমতের জন্য ৫০০০ মুজাহিদীনের একটি নতুন বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়, আমীন।

(ভাবানুবাদ: সিদরাতুল মুনতাহা)

[তথ্যসূত্র: আল হাকাম; লিঙ্ক: https://www.alhakam.org/5000-soldiers-of-tahrik-e-jadid/]

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org** পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি– **pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

সংবাদ

ভাতগাঁও জামা'তে 'তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা' তথা 'ঐশী বিকাশ' পুস্তক ও তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৮/২০২২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ভাতগাঁও মসজিদে ঐশী বিকাশ পুস্তক ও তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, নায়েব রিজিওনাল নাযেমে আলা-১ রংপুর রিজিওন। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ লিটন ইসলাম (রামপুর), সুললিত কণ্ঠে নযম বলেন মোহাম্মদ আব্দুল করিম, মোন্তাযেম তবলীগ ভাতগাঁও।

ঐশী বিকাশ পুস্তকের পটভূমি ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মোজাফফর আহমেদ রাজু, মোয়াল্লেম ভাতগাঁও।

তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার (শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ)। নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ গোলাম হোসেন। দোয়া পরিচালনা করেন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রেসিডেন্ট ভাতগাঁও। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আসাদ্দুজামান (বাবু) মোন্তাযেম মাল। ২৩ জন আনসার, অন্যান্য ১৪ জনসহ মোট ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, *যয়ীম*
মজলিস আনসারুল্লাহ্, ভাতগাঁও

আমীন অনুষ্ঠান

গত ১ সেপ্টেম্বর ২২ রোজ বৃহস্পতিবার মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় ও ফারজানা আফরোজ নিপা দম্পতির ওয়াকফে নও কন্যাদ্বয় যথাক্রমে কাশিফা হাবিব ও আসিফা হাবিব-এর আমীন অনুষ্ঠান হবিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, সদর

-আনসারুল্লাহ্ এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারি উমুরে খারিজিয়া; মাওলানা শাহ মুহাম্মদ নুরুল আমীন, ন্যাশনাল সেক্রেটারি নও-মোবাইন; শহীদুল ইসলাম বাবুল, ন্যাশনাল সেক্রেটারি উমুরে আমা; কুদরতুর রহমান ভুইয়া, ন্যাশনাল সেক্রেটারি জায়েদাদ; মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠুসহ আরও অনেকে। জামা'তের সকল সদস্যের নিকট তাদের জন্য দোয়ার আবেদন যেন তারা আজীবন হৃদয়ে কুরআন ধারণ এবং তদনুযায়ী আমল করতে পারে।

এহসানুল হাবিব জয়, *হবিগঞ্জ*

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহ্‌মদী" পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার
সেক্রেটারি ইশায়াত
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

শোক বার্তা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ধানীখোলার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম নুরুল ইসলাম মাষ্টার সাহেবের একমাত্র পুত্র এডভোকেট মঞ্জুর আনাম গত ১৭/০৮/২০২২ইং তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ধানীখোলা জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। মৃত্যুকালে স্ত্রীসহ দুই পুত্র ও দুই কন্যা ও নাতিনাতনী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ধানীখোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২তম সভাপতি ছিলেন। তাঁর এক ছেলে গৌরীপুর হাসপাতালের কর্মকর্তা। তিনিও নিষ্ঠার সাথে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন। মৃত্যুর পর মরহুমকে বার কাউন্সিলের সভাপতির অনুরোধে বার কাউন্সিলে নিয়ে যাওয়া হয়। বার কাউন্সেলের অনেক আইনজীবী তার মৃত দেহ দেখে চোখের পানি সংবরণ করতে পারে নি। তারা একবাক্যে বলেছিল, "আমরা একজন নিষ্ঠাবান ও স্পষ্টভাষী বন্ধুকে হারালাম"। তার রূহের মাগফেরাত এর জন্য জামা'তের সকল ভাই বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

*পাক্ষিক **আহ্‌মদী** নিউজ ডেস্ক*

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ধানীখোলার সদস্যা মোসাম্মাৎ খোদেজা খাতুন। গত ০৬ জুলাই ২০২২ তারিখ মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন) মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি মৃত্যুকালে ৪ জন ছেলে ও ৪ জন মেয়েসহ অনেক নাতি নাতনি রেখে গিয়েছেন। তাঁর স্বামী ১৯৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। আমাদের জামা'তে তিনি অনেক নেক ও নিষ্ঠাবান, হাস্যোজ্জ্বল এবং জামা'তের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন এবং অনেক গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভাইবোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

***মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম**, মোয়াল্লেম*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ধানীখোলা,
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নিবেদিতপ্রাণ সদস্য জনাব শহীদুল ইসলাম খোকন সাহেব মহান আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। বহু গুণাবলীর অধিকারী এবং জামা'তের একনিষ্ঠ সেবকের প্রয়াণে আমরা শোকাহত।

১৭ সেপ্টেম্বর মরহুমের শবদেহ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্র বকশী বাজারে আনা হয়। বা'দ এশা বকশী বাজার মাঠে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মরহুমের জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।

*পাক্ষিক **আহ্‌মদী** নিউজ ডেস্ক*

Smile Aid
your complete dental healthcare
Dr. Nazifa Tasnim
Chief Consultant
Oral & Dental Surgeon
BDS (DU), PGT (BSMMU)
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces
Oral & Dental Surgery
Dental Fillings
Root Canal Treatment
Dental Crowns, Bridges
Teeth Whitening
Dental Implant
Orthodontics (Braces)
In-House Dental X-RAY
Smile Aid
444, Kuwaiti Mosque Road
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)
Shahid Muktijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)
Vatara, Dhaka - 1212
Consultation Days : Tuesday - Friday
For Appointment : 01703 720 606
https://goo.gl/maps/UjX3RdaVzJ22
fb.me/DrSmileAid
Consultation Days : Saturday - Monday
For Appointment : 01996 244 087
01778 642 471
Consultant
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center
KumarShil Mor, Brahmanbaria

কৃষি মেলা ২০২২-এর কিছু আলোক চিত্র

New Vol. No. 85 | 6th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th September, 2022 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

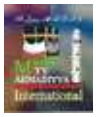

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা
হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন-এ

"বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ"

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ (ইংরেজি পঞ্চম সংস্করণের অনুবাদ) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ প্রকাশ করেছে।

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। প্রথম সংস্করণের অংশে আরো যাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বর্ণিত আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রুফ-রিডিং, মুদ্রণ প্রভৃতি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কার দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

* DIGITAL MARKETING STRATEGY
* PROMOTIONAL VIDEO
* FACEBOOK PROMOTION
* PRODUCT PHOTOGRAPHY
* PRODUCT VIDEOGRAPHY

STUDIO JUNCTION
ENTERTAINMENT REIMAGINED

Find us on
STUDIOJUNCTIONBD

Dental Care

ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি
বি. ডি. এস (ঢাকা),
পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারী)
শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, **মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭**

ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার ঃ
ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী
১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাম্প সংলগ্ন),
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা-১২০৪

সাক্ষাতের সময়:
বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sk. Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)